ভীষ্ম।

উপকথা” প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি, এল, প্রণীত।

সিটী বুক সোসাইটী,
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩২৬

প্রকাশক—শ্রীকেশবচন্দ্রচৌধুরী।

মূল্য ।০ আনা।

ভূমিকা।

মহাভারতে ভীষ্ম আদর্শ-চরিত্র। মূল মহাভারতের বৃত্তান্ত অবলম্বনে এই নাটক লিখিত হইয়াছে। প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অথচ এই পুস্তকের অতি সামান্য কলেবরে সমগ্র মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের হিসাবমত গণনা করিলেও এই নাটকে বর্ণিত ঘটনা ঘটিতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছে। মহাভারতের বিবরণ অতি সংক্ষেপে নীম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিলে এই নাটকে বর্ণিত বিষয় বুঝিবার পক্ষে বালক বালিকাদিগের সুবিধা হইবে।

হস্তিনায় কুরু বংশে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবব্রত। দেবব্রতের যৌবনাবস্থায় শান্তনু ধীবররাজ-কন্যা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তাহাতে ধীবররাজ বলেন "যদি আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে হস্তিনার রাজা করিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েন, তাহা হইলে আপনাকে সত্যবতী প্রদান করিতে পারি।" দেবব্রত-বর্ত্তমানে শান্তনু ধীবররাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে না পারিয়া মনের দুঃখে কালযাপন করিতে থাকেন। দেবব্রত এ কথা জানিতে পারিয়া সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। এইরূপ ভয়ঙ্কর স্বার্থত্যাগ করেন বলিয়া দেবব্রত ভীষ্ম নামে বিখ্যাত হন। সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ হয়। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিবিত্রবীর্য্য নামে দুইটী পুত্র জন্মে। তাহাদের শৈশবাবস্থায় শান্তনুর মৃত্যু হয়। ভীষ্ম শিশু ভ্রাতাদ্বয়ের অভিভাবক

হন। অবিবাহিত অবস্থায় চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হয়। কাশীরাজের তিন কন্যা অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকার স্বয়ম্বর কালে, ভীষ্ম তৎকালীন ক্ষত্রিয়রীতি অনুসারে সভাস্থ রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজের কন্যা তিনটীকে হস্তিনায় আনয়ন করেন। উদ্দেশ্য, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া। অম্বালিকা ও অম্বিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হয়। অম্বা ইতিপূর্ব্বে শাল্বরাজের অনুরাগিণী হইয়াছেন বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করেন। অম্বা শাল্বরাজ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পুনরায় ভীষ্মের নিকট আগমন করেন। ভীষ্ম অম্বার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিতে অসম্মত হন। তখন অম্বা ভীষ্মের অস্ত্রগুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হন। পরশুরাম ভীষ্মকে বলেন, "হয় তুমি অম্বাকে বিবাহ কর, না হয় বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বার বিবাহ দাও।" ভীষ্ম তাহা অস্বীকার করেন। ইহাতে পরশুরামের সহিত ভীষ্মের তুমুল যুদ্ধ হয়। দেবর্ষি ও মহর্ষিগণের মধ্যস্থতায় সে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়, অম্বা ভীষ্মের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণা হইয়া যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়া ভীষ্মের মৃত্যুর কারণস্বরূপ দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হয়। তখন কুরুবংশ ও কুরুরাজ্য রক্ষার জন্য তৎকালীন ব্যবস্থা-অনুসারে মহর্ষিব্যাস অম্বালিকা ও অম্বিকার গর্ভে বিচিত্রবীর্য্যের তিনটী ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেন। সেই তিন পুত্র ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র হয়। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ও দুর্য্যোধনাদির জননী। শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডু রাজ্য প্রাপ্ত হন। কারণ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, কিছুকাল রাজ্যশাসনের পর পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে রাজ্য-ভার দেন। কুন্তী ও মাদ্রী এই দুই রাজ্ঞী সমভিব্যাহারে পর্ব্বত-প্রদেশে

বাসকালে তাঁহার পাঁচটী পুত্র জন্মে। সেই পাঁচ পুত্রের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। পর্ব্বতপ্রদেশে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। মাদ্রী পাণ্ডুর সহমৃতা হন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি অল্পবয়স্ক। পাণ্ডুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্রগণকে ও কুন্তীকে হস্তিনায় আনয়ন করেন। হস্তিনায় প্রথমে কৃপাচার্য্য ও তৎপরে দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রগণকে অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করেন। দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চালাধিপতি যজ্ঞসেনের বাল্যসখা ছিলেন। যজ্ঞসেনের রাজ্য-প্রাপ্তির পর দ্রোণাচার্য্য দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া সাহায্য-লাভের আশায় যজ্ঞসেনের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত দ্রোণের বাল্যকালের বন্ধুতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে যজ্ঞসেন দ্রোণকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াদেন। দ্রোণাচার্য্য এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে যজ্ঞসেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া দ্রুপদকে পরাজিত এবং বন্দী করেন। অবশেষে যজ্ঞসেন বা দ্রুপদকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। দ্রুপদ এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য দ্রোণের বিনাশ-কামনায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে তাঁহার ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র ও কৃষ্ণানাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। এই কৃষ্ণাই দ্রৌপদী।

এদিকে দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভীষ্মের পরামর্শমতে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ প্রজাবর্গের প্রীতির পাত্র হইতে থাকেন। ইহাতে দুর্য্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির বিনাশের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করেন। ধৃতরাষ্ট্র কৌশলে পঞ্চ-পাণ্ডবকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। সেখানে পাণ্ডবদিগের বাসের জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জতুগৃহ। পাণ্ডবেরা বিদুরের সাহায্যে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া আত্ম-রক্ষা করেন। এদিকে

যে দিবস রাত্রিতে পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রিতে জতুগৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, পঞ্চপাণ্ডব তাঁহাদের মাতা কুন্তীর সহিত দগ্ধ হইয়াছেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা কিছুকাল ছদ্মব্রাহ্মণের বেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করেন। এই সময় পাঞ্চালনগরে দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদী কৃষ্ণার স্বয়ম্বর-সভা হয়। পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে সেই সভায় উপস্থিত হন। ছদ্মব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ইহাতে সমবেত ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিতই অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। অর্জ্জুন ও ভীম তাঁহাদের সকলকে পরাজিত করেন। অবশেষে কৃষ্ণের কথায় পরাজিত রাজগণ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মাতুল বসুদেবের পুত্র ও অর্জ্জুনের সখা।

দ্রুপদরাজ ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগের সহিত পরিণীতা হন। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদনগরে পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয়ের কথা শুনিতে পাইয়া ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদির পরামর্শক্রমে পাণ্ডবদিগকে সৎকার পূর্ব্বক দ্রুপদরাজ্য হইতে আনাইয়া কুরু-রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করেন। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের নামে রাজধানী হয়। ইহার পর অর্জ্জুন ব্রতপালনার্থ দ্বাদশ বৎসরব্যাপী দেশভ্রমণউপলক্ষে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্রৌপদীরও পঞ্চপুত্র জন্মে। কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সংকল্প করেন। তদনুসারে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দিক্‌বিজয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে দানব-শিল্পী ময় ইন্দ্রপ্রস্থে অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ করেন; সেই সভায় রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। সেই যজ্ঞ-উপলক্ষে বহু রাজার ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন হয়। দুর্য্যোধনাদি

এবং চেদীরাজ শিশুপালও সেই সভায় উপস্থিত হন। যজ্ঞশেষে ভীষ্মের পরামর্শমত কৃষ্ণকে প্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হয়। তাহাতে শিশুপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম, পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে অতিশয় গালাগালি দেন। অবশেষে কৃষ্ণের হস্তে শিশুপালের মৃত্যু হয়। যজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

রাজসূয়যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের অসীম ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ঈর্ষ্যাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শ অনুসারে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিবার জন্য হস্তিনায় আহ্বান করিয়া কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব জিতিয়া লন এবং রাজসভায় দ্রৌপদীকে আনিয়া তাঁহার অপমান করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, গান্ধারী প্রভৃতির প্রার্থনায় সেবার যুধিষ্ঠিরাদির মুক্তি হয়। পুনরায় এইরূপ পণ রাখিয়া পাশা-খেলা হয়, "যে হারিবে তাহাকে ১২ বৎসর বনবাসে ও ১ বৎসর অজ্ঞাত বাসে থাকিতে হইবে। অজ্ঞাতবাস প্রকাশিত হইলে পুনরায় বারবৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।" এবারও যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় পরাজিত হন এবং ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ বনে গমন করেন। দ্বাদশ বৎসর বনে যাপন করিয়া বিরাট রাজ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। সেই সময় অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই দুর্য্যোধনাদি সৈন্যসহ বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়া বিরাটরাজের গোধন হরণে উদ্যত হন। তখন বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন বিরাটরাজপুত্র উত্তরকে সারথি করিয়া সমগ্র কুরুসৈন্যকে পরাজিত করিয়া বিরাট-রাজের গোধন উদ্ধার করেন। তাহার পর বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবগণ প্রকাশিত হন। অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর সহিত বিরাটরাজ-পুত্রী উত্তরার বিবাহ হয়। এই বিবাহ-উপলক্ষে বিরাটরাজ-গৃহে দ্রুপদরাজ, কৃষ্ণ, বলদেব প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের আত্মীয়গণ সমবেত হন। সেই সময় পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কুরু-সভায় দূত প্রেরণ করা হয়। দুর্য্যোধন গুরুজনের অনুরোধ

উপেক্ষা করিয়া বলেন যে, বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দিবেন না; এবং ইহার পরে সন্ধি করিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হস্তিনায় গমন করেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের মতের পরিবর্ত্তন না হওয়ায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়। তখন উভয় পক্ষই সৈন্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। কৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ হইয়া কেবলমাত্র অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করেন। ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞা-অনুসারে দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুন বিষাদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণ নীতির উপদেশ দেন। ভীষ্ম প্রথমে সেনাপতি হইয়া দশদিন যুদ্ধ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করেন। তখন রবির দক্ষিণায়ণ বলিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই। ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হইয়া তিন দিন যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। তার পর কর্ণ সেনাপতি হইয়া দুই দিন যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হন। তার পর শল্য একদিন সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হন। তার পর দুর্য্যোধন ভীম কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহার পর যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজা হন। যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া জ্ঞাতিক্ষয়হেতু নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। সেই সময় ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্মের উপদেশ দেন।

অতঃপর রবির উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মের শরশয্যার নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম সকলের অনুজ্ঞা লইয়া যোগাবলম্বন করিয়া দেহ ত্যাগ করেন। ইহার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তপোবনে বিদুরের মৃত্যু হয়। তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী তপোবনের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার দিয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করেন।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

দেবব্রত ভীষ্ম—হস্তিনাধিপতি শান্তনুর পুত্র।

বিচিত্রবীর্য্য— সত্যবতীর গর্ভজাত পাণ্ডুর পুত্র।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর—বিচিত্রবীর্য্যের-ক্ষেত্রজ পুত্র।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব— পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণাদি – ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ।

দ্রোণ ও কৃপ—কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রাচার্য্য।

কর্ণ—অযোধ্যাধিপতি, সূত অতিরথের পুত্র বলিয়া পরিচিত; দুর্য্যোধনের সখা।

শকুনি—দুর্য্যোধনের মাতুল।

শিশুপাল—চেদীরাজ।

পরশুরাম—ভীষ্মের অস্ত্রগুরু।

উত্তর—বিরাটরাজপুত্র।

শ্রীকৃষ্ণ, নারদাদি, মুনিগণ, ব্রাহ্মণ, বালকগণ, সৈনিকগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সত্যবতী—দাসরাজের কন্যা ও শান্তনুর মহিষী।

অম্বা—কাশীরাজের কন্যা।

গান্ধারী—ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী।

কুন্তী ও মাদ্রী—পাণ্ডুর মহিষীদ্বয়।

দ্রৌপদী—পাণ্ডব-মহিষী।



ভীষ্ম নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনা—দেবব্রতের কক্ষ।

মন্ত্রী ও দেবব্রত।

দেবব্রত। মন্ত্রিবর, বল্‌তে পারেন, এ কয়দিন হ'তে মহারাজকে এমন বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? পূর্ব্বের মত তাঁর আর কোনো কাজেই উৎসাহ দেখ্‌তে পাই না। এত যে মৃগয়া-প্রিয়—কিন্তু সে দিন মৃগয়া হ'তে ফিরে আসার পর থেকে আর মৃগয়া ক'র্‌তেও যান নাই। এর কারণ কি? পিতা আমাকে প্রাণাধিক স্নেহ করেন। আমি কোনো অন্যায় কাজ ক'রে পিতার মনঃকষ্টের কারণ হই নাই ত?

মন্ত্রী। কুমার, তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তোমাতে দোষের লেশমাত্র দেখ্‌তে পাই না। রামায়ণে দাশরথি রামের কথা পাঠ ক'রেছি বটে—কিন্তু তোমাকে দেখ্‌লে আমার মনে হয় যে, তুমি বুঝি সেই রামই পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হ'য়েছ। বহু পুণ্যফলে মহারাজ তোমার মত পুত্র পেয়েছেন।

দেবব্রত। (সহাস্যে) মন্ত্রিবর, পুণ্যশ্লোক দাশরথি রামের সহিত আমার তুলনা ক'রে আমাকে অপরাধী ক'র্‌বেন্ না। আমি তাঁকে প্রণাম করি। আপনি আমাকে স্নেহ করেন ব'লেই বোধ হয়,

এরূপ কথা বল্‌'ছেন। এখন সে কথা থাক্‌। পিতার বিষাদের কারণ কি বলুন্‌? পিতা তো আপনার নিকট কোন বিষয়ই গোপন করেন না। আপনি নিশ্চিতই পিতার বিষাদের কারণ অবগত হ'য়েছেন।

মন্ত্রী। কুমার, মহারাজের বিষাদের কারণ আমি অবগত হ'য়েছি। কিন্তু—

দেবব্রত। তা হ'লে সে বিষয়ের প্রতিকারের কোনো চেষ্টা ক'র্‌ছেন্‌ না কেন?

মন্ত্রী। প্রতিকারের উপায় দেখি না। আর আমার বিশ্বাস, মহারাজের এ বিষাদ ক্ষণিক। কিছুদিন পরেই তিনি সুস্থ হ'বেন।

দেবব্রত। আপনার কথায় কিন্তু আমি সুস্থ হ'তে পারলাম্‌ না। পিতার বিষাদের এমন কি কারণ থাকৃতে পারে, যার আর প্রতিকার নাই! আমি একবার তা—শুন্‌তে ইচ্ছা করি। দেখি, কোনো প্রতিকার করা যায় কি না।

মন্ত্রী। (নিরুত্তর রহিলেন)।

দেবব্রত। মন্ত্রিবর, আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন্‌ না যে? বলুন্‌ কি হ'য়েছে?

মন্ত্রী। কুমার—(এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না)।

দেবব্রত। আপনি ইতস্ততঃ ক'র্‌ছেন কেন? বলুন্‌ না কি হ'য়েছে?

মন্ত্রী। কুমার, মহারাজ ধীবর-রাজকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ কর্ত্তে না পেয়ে মনের দুঃখে কালযাপন ক'র্‌ছেন।

দেবব্রত। ধীবর-রাজকন্যা সত্যবতী তো এখনও অবিবাহিতা!

মন্ত্রী। তা বটে,—কিন্তু ধীবর-রাজ, মহারাজকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন না।

দেবব্রত। কি আশ্চর্য্য! এমন কোন্‌ সামন্ত রাজা আছেন, যিনি

পুরুবংশপ্রদীপ হস্তিনাধিপতি শান্তনুকে কন্যা সম্প্রদান ক'রে আপনাকে কৃতার্থ মনে না করেন? ধীবর-রাজের অনিচ্ছার কারণ-টা কি শুনি?

মন্ত্রী। কারণ তুমি।

দেবব্রত। আমি!

মন্ত্রী। হাঁ। তবে ব্যাপার কি ঘ'টেছে বলি। মহারাজ সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, তাঁকে বিবাহ ক'র্‌বার প্রস্তাব ধীবর-রাজের নিকট করেন। ধীবর-রাজ ব'লেছেন যে, "মহারাজ আমার কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে চেয়েছেন, এ আমার সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু কন্যাটিকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। তাই প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যিনি আমার এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে রাজসিংহাসন দিতে অঙ্গীকার কর্‌বেন, তাঁকেই আমি কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বো।" এই উত্তর পেয়ে মহারাজ একবারে দমে গেছেন। সংকল্প ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় কি? আপনার মত জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমানে ও কথা কি মনেও স্থান দিতে আছে?

দেবব্রত। মন্ত্রিবর, পুরু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না?

মন্ত্রী। হাঁ ছিলেন।

দেবব্রত। আমি শুনেছি, মহারাজ পুরু তাঁর পিতা যযাতির সন্তোষের জন্য তাঁহার জরাভার স্বশরীরে বহন ক'রেছিলেন।

মন্ত্রী। এ কথা সত্য।

দেবব্রত। (স্বগত) শাস্ত্রে বলে—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"।

—(প্রকাশ্যে) মন্ত্রিবর, আমি পিতার অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। বল কি কুমার! তা কি হয়?

দেবব্রত। কেন হবে না? আমি সব সুস্থির ক'র্‌বো। এখন চলুন ধীবর-রাজের নিকট যাই।

মন্ত্রী। কুমার, বিশেষ বিবেচনা না ক'রে কোনো কাজ করা উচিত হয় না। ধীবর-রাজের নিকট যাবার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?

দেবব্রত। না না, এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না। পিতা না জানি কত কষ্টেই কালযাপন ক'র্‌ছেন। চলুন যাই।

(প্রস্থান)।

মন্ত্রী। তবে চল। (স্বগত) রাজপুত্রের মনের ভাব কি এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধীবর-রাজের সভাগৃহ।

দেবব্রত, মন্ত্রী, ধীবর-রাজ ও অন্যান্য সামন্ত রাজগণ।

দেবব্রত। ধীবর-রাজ, হস্তিনার সিংহাসনে আমার যে অধিকার তা' আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'র্‌লাম। মহারাজ শান্তনুর সহিত আপনার কন্যার বিবাহে এখন আর আপনার আপত্তির কোনো কারণই থাক্‌লো না। আপনার কন্যার গর্ভজাত পুত্রই হস্তিনার সিংহাসন লাভ ক'র্‌বে।

ধীবর-রাজ। রাজপুত্র, আপনি যা বল্লেন তাতে আপনার যথেষ্ট পিতৃ-ভক্তি প্রকাশ পাচ্ছে,—এবং এজন্য সকলেই আপনার প্রশংসা ক'র্‌বেন। কিন্তু এখনও তো আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় হ'তে পার্‌ছি না।

দেবব্রত। আর ভয়ের কারণ কি'?

ধীবর-রাজ। কারণ এই। আপনি না হয় পিতার প্রতি ভক্তিবশতঃ রাজ্য ত্যাগ ক'র্‌লেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা যদি আমার দৌহিত্র-

গণের সহিত সৎ ব্যবহার না করেন; তাঁরা যদি আমার সত্যবতীর পুত্রগণকে বলপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করেন, তা হ'লে কি হবে?

দেবব্রত। ভবিষ্যতের জন্য যা'তে আপনাকে কোনরূপ চিন্তা ক'র্‌তে না হয়, আমি তাই ক'র্‌বো। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা সকলেই আমার প্রতিজ্ঞা শুনুন। আমি পূর্ব্বেই সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রেছি; এখন আবার এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লাম যে, আমি সম্প্রতি যেমন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন ক'র্‌ছি, চিরজীবন সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতই পালন ক'র্‌বো।

অন্য সকলে। সাধু! সাধু! এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে কেহ যে ক'রেছেন, তা' শুনি নাই।

ধীবর-রাজ। এখন মহারাজ শান্তনুকে কন্যা সম্প্রদানে আমার আর কোনো আপত্তি নাই। রাজকুমার, এখন আর যা কর্ত্তব্য তা আপনিই সম্পন্ন করুন।

অন্য সকলে। রাজকুমার! আজ হ'তে আপনি "ভীষ্ম" নামে খ্যাত হ'লেন।

মন্ত্রী। চলুন—মহারাজকে এ সংবাদ দিই গে। (স্বগত) কুমার দেবব্রত সত্যই রঘুপতি রামতুল্য।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা—ভীষ্মের কক্ষ।

পরশুরাম, ভীষ্ম ও অম্বা।

পরশুরাম। ভীষ্ম, কাশীরাজ-কন্যা অম্বা তোমার প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন না। তথাপি তুমি কি নিমিত্ত এঁকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রে

পুনরায় পরিত্যাগ ক'রেছ? তুমি বলপূর্ব্বক হরণ ক'রেছিলে ব'লে শাল্বরাজও এঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। অন্য কোন্ ব্যক্তিই বা এঁর পাণিগ্রহণ ক'র্‌বেন? অতএব আমার নিয়োগ অনুসারে তুমি এই কন্যাকে গ্রহণ কর, তা হ'লে, ইনি আপনার ধর্ম্মলাভ ক'র্‌তে সমর্থ হবেন। আমার আজ্ঞার অন্যথাচরণ ক'র্‌লে তোমার মঙ্গল হবে না।

ভীষ্ম। ভগবন্! আমি নিজে চিরব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন ক'রেছি, একথা আপনার জানা আছে। এই কন্যাকে বিচিত্রবীর্য্যের হস্তেও আর এখন আমি সম্প্রদান ক'র্‌তে পারি না। ইনি মনে মনে শাল্বরাজের প্রতি অনুরাগিনী। একথা জেনেই, আমি এঁকে শাল্বরাজের নিকট প্রেরণ করি। শাল্বরাজ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ইনি আবার আমার কাছে এসেছেন। রমণীর এরূপ আচরণ নিতান্ত দোষাবহ। এরূপ রমণীকে আমি ভ্রাতৃ-বধূ ক'র্‌তে পারি না। আর বোধ হয় আপনি একথাও জানেন যে, ভয়, অর্থলোভ বা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে, আমি কখনও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'র্‌বো না।

পরশুরাম। তুমি অম্বাকে গ্রহণ ক'র্‌বে কি না বল?

ভীষ্ম। আজ্ঞে না।

অম্বা। (পরশুরামের প্রতি) দেব! এই ভীষ্মই আমার যত অনিষ্টের মূল। অতএব আপনি ইহাকে সমরে পরাজিত ক'রে, নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আমারও প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হ'ক।

পরশুরাম। ভীষ্ম, আমার আদেশ পালন না ক'র্‌লে তোমার নিস্তার নাই। আমি আজ কুরুকুল নির্ম্মূল ক'র্‌বো।

ভীষ্ম। গুরুদেব, এ অন্যায় বিষয়ে আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'র্‌ছেন কেন? আমি আপনার শিষ্য। এবিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন।

পরশুরাম। এবিষয়ে আবার ক্ষমা কি! অম্বাকে গ্রহণ ক'র্‌বে কি না?

ভীষ্ম। এ কথার উত্তর ত পূর্ব্বেই দিয়েছি, গুরুদেব!

পরশুরাম। তা হ'লে আমার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

ভীষ্ম। গুরুদেব, আপনার সহিত বিরোধ ক'র্‌তে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। কিন্তু আপনি যখন আমাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত ক'র্‌তে উদ্যত; অথচ আমি তার প্রতিবাদ ক'র্‌লে আপনি আমার প্রতি কুপিত হ'চ্ছেন, তখন আমি ক্ষত্রিয় হ'য়ে আর কতক্ষণ স্থির থাক্‌তে পারি! আপনার যদি একান্তই অভিলাষ হয়, আমিও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি। এখন যুদ্ধের স্থান আপনিই নির্ণয় করুন।

পরশুরাম। আগামী কল্য কুরুক্ষেত্রে আমাদের যুদ্ধ হবে।

ভীষ্ম। গুরুদেবের যেরূপ অভিরুচি। এখন তবে বিদায় হই।

(পরশুরামের চরণ বন্দনা করিলেন)।

পরশুরাম। কল্যাণমস্তু।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

ভীষ্ম ও পরশুরাম পরস্পরের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে নারদাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ, এবং এক পার্শ্বে অম্বা ও অপর পার্শ্বে দর্শকগণ।

নারদ। (পরশুরামের প্রতি) বৎস, এই ত চব্বিশ দিন তোমাদের যুদ্ধ হ'ল। তথাপি কেহ কাহাকেও পরাজয় ক'র্‌তে সমর্থ হ'লে না। তুমি ব্রাহ্মণ, তপস্যাই তোমার বৃত্তি। এ সময় তোমার আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা উচিত হয় না। এই তোমার শেষ যুদ্ধ হ'ক। ভীষ্মকে পরাজয় করাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষতঃ সে তোমার শিষ্য। যুদ্ধে নিবৃত্ত হও।

পরশুরাম। দেবর্ষি, আমি পূর্ব্বে যুদ্ধ হ'তে কখনও নিবৃত্ত হই নাই। এখনও হ'ব না। আপনারা দেবব্রতকে নিবৃত্ত করুন।

নারদ। দেবব্রত, পরশুরাম তোমার গুরু। তুমি গুরুর প্রতি সম্মান বশতঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত হও।

ভীষ্ম। হে দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ, আমার একটী নিবেদন শুনুন: গুরুদেব ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। আমার এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা আছে যে, সমরে পরাঙ্মুখ বা পৃষ্ঠভাগে শর দ্বারা তাড়িত হ'য়ে আমি কদাচ নিবৃত্ত হব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, লোভ, কার্পণ্য, ভয় অথবা অর্থবশতঃ আমি কদাচ শাশ্বত ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'র্‌বো না।

নারদ। হে পরশুরাম, তুমিই ক্ষান্ত হও। ব্রাহ্মণের হৃদয় কখনও অবিনীত হয় না। তোমাদের উভয়ের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। কেহ কাহারও বধার্হ নও। তুমিই অগ্রে অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

পরশুরাম। আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(অস্ত্রত্যাগ করিলেন)।

নারদ। ভীষ্ম, এইবার তুমিও অস্ত্রত্যাগ কর।

ভীষ্ম। যে আজ্ঞা (অস্ত্রত্যাগ করিয়া পরশুরামের চরণ বন্দনা করিলেন)।

পরশুরাম। ভীষ্ম, পৃথিবীতে তোমার তুল্য ক্ষত্রিয় আর নাই। আমি এই যুদ্ধে তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হ'য়েছি। এখন তুমি গমন কর। বৎসে অম্বা! আমার দ্বারা তোমার কোন উপকার হ'ল না।

(অম্বা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

অম্বা। তা তো দেখ্‌ছি। (স্বগত) প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা। দেখি—অন্যত্র চেষ্টা ক'রে দেখি! নিশ্চয়ই সফলকাম হ'বো। এজন্মে না হয়, জন্মান্তরেও ভীষ্মের শত্রুতাচরণ ক'র্‌বো।

(পটক্ষেপ)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনা—সভাগৃহ।

সত্যবতী, ভীষ্ম ও মন্ত্রিগণ আসীন।

সত্যবতী। (ভীষ্মের প্রতি) পুত্র, তোমার দুই ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থাতেই পরলোক গমন ক'রেছে। এখন তুমি ব্যতীত এই বিখ্যাত কুরুবংশের অন্য গতি নাই। যাতে এই কুরুকুল লোপ না পায় তার উপায় কর।

ভীষ্ম। আমা দ্বারা কি উপায় হ'তে পারে, আজ্ঞা করুন।

সত্যবতী। বৎস, তুমি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্, তোমাকে বেশী কি বল্‌বো। আমি তোমাকে বিবাহ ক'র্‌তে অনুরোধ করি। যদি তুমি তা'তে সম্মত হও, তা হ'লে সকল দিকৃই রক্ষা হয়।

ভীষ্ম। মা, আপনি যা ব'ল্লেন তা কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে? এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করেছি সে কথা স্মরণ করুন। আমি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন ক'র্‌বো প্রতিজ্ঞা করেছি। এখন কেমন ক'রে সে প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ ক'র্‌বো। আমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি, ইন্দ্রত্ব ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি; এ সকলের চেয়ে যদি কিছু উৎকৃষ্ট থাকে, তাও ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি, কিন্তু কখনও সত্য পরিত্যাগ ক'র্ত্তে পারি না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল মধুর রস পরিত্যাগ করে, সূর্য্য প্রভা পরিত্যাগ করে, ইন্দ্র পরাক্রম ত্যাগ করেন

ও ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি একবার যে সত্য ক'রেছি, কদাচ তার অন্যথাচরণ ক'র্ত্তে পারি না।

মন্ত্রিগণ। সাধু! সাধু!

সত্যবতী। বৎস, আমি তোমাকে উত্তমরূপে জানি। তুমি যে এ কথা ব'ল্বে তাতে বিস্মিত হ'বার কিছুই নাই। এখন, যা'তে কুরুবংশ এবং এই রাজ্য রক্ষা হয় তার উপায় কর।

ভীষ্ম। মা, এর উপায় নির্দ্ধারণের ভার মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাসের উপর অর্পণ ক'র্লে কেমন হয়?

মন্ত্রিগণ। এ অতি উত্তম যুক্তি।

সত্যবতী। অতি উত্তম। তবে দ্বৈপায়নকেই স্মরণ করি।

ভীষ্ম। আজ্ঞা তাই করুন।

মন্ত্রিগণ। তা হ'লে এখন এ সভা ভঙ্গ করা যেতে পারে?

সত্যবতী। এ সভা ভঙ্গ হ'ক।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা—একজন নাগরিকের বহির্ব্বাটীস্থ কক্ষ।

(কয়েক জন নাগরিক আসীন)।

১ম ব্যক্তি। ওহে, এই মাত্র কিসের ঘোষণা দিয়ে গেল ব'ল্তে পার?

২য় ব্যক্তি। তুমিও যেখানে আমরাও সেইখানে।

১ম ব্যক্তি। আরে তোমার ওই বড় দোষ, সোজা কথায় উত্তর দিতে চাও না। (তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি) তুমি ব'ল্তে পার, কিসের ঘোষণা দিয়ে গেল?

৩য় ব্যক্তি। ঘোষণা হ'ল যে, আজ হ'তে এক সপ্তাহ এ রাজ্যের প্রজাগণ আনন্দ-উৎসব ক'র্‌বে। কারণ, কুমার পাণ্ডু দিক্‌বিজয় ক'রে গতকল্য এ নগরে ফিরে এসেছেন। আর আগামী কল্য পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক হ'বে!

৪র্থ ব্যক্তি। ধৃতরাষ্ট্র থাকৃতে পাণ্ডু কেন সিংহাসন পাবেন? ধৃতরাষ্ট্রই তো বয়সে বড়।

১ম ব্যক্তি। ওহে তুমি যে একবারে হস্তিমূর্খ দেখ্‌তে পাই। ধৃতরাষ্ট্র যে জন্মান্ধ। জন্মান্ধের সিংহাসনে অধিকার নাই। তাই জ্যেষ্ঠ হ'য়েও তিনি রাজ্য পেলেন না।

৪র্থ ব্যক্তি। ওহো ঠিক তো। এ কথাটা এতক্ষণ মনেই ছিল না।

২য় ব্যক্তি। তা পাণ্ডু রাজা হ'লেন ভালই হ'ল। তাঁর যেমন সুন্দর চেহারা, আবার তেমনি বীরত্ব। সকলের সঙ্গে ব্যবহারই বা কেমন মধুর!

১ম ব্যক্তি। হবে না কেন? ভীষ্মদেব আশৈশব যাঁদের তত্ত্বাবধান ক'রেছেন, তাঁদের কি কোন ত্রুটি থাকৃতে পারে?

৩য় ব্যক্তি। আচ্ছা ভাই, রাজকুমারদের এখনও যে বিবাহ হ'ল না, এর কারণ কি ব'ল্‌তে পারো?

১ম ব্যক্তি। তুমি যে কোন খবরই রাখো না। উপযুক্ত কন্যা না পেলে কেমন ক'রে বিবাহ হবে? এ তো আর তোমার আমার বিবাহ নয় যে, যা হ'ক একটা হ'লেই হ'ল।

২য় ব্যক্তি। আর রাজা-রাজড়াদের বুঝি অপ্সরা নৈলে বিয়ে ক'র্‌তে নেই?

১ম ব্যক্তি। তা-না তো কি। রাজাদের সঙ্গে তোমার আমার তুলনা! তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয় হে!

৪র্থ ব্যক্তি। আরে তোমরা কি শেষে হাতী-হাতি ক'র্‌বে না কি ? অত চটো কেন ভাই, একটু চুপ কর।

২য় ব্যক্তি। দূর হ'ক্ ছাই! তোমাদের কথা-কাটাকাটিতে আসল কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। বলি রাজকুমারদের উপযুক্ত পাত্রী কি পাওয়া যাবে না? ওঁরা তিনটীও কি ভীষ্মদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'র্‌বেন ?

১ম ব্যক্তি। পাওয়া যাবে কি, পাওয়া গিয়েছে।

৪র্থ ব্যক্তি। কোথায় পাওয়া গেল? বল্‌তো ভাই। তোমার রাজ-বাড়ীতে যাওয়া আসা আছে, তোমার কাছে অনেক খবর পাওয়া যায়। বল্‌তো ভাই, কোথায় রাজকুমারদের পাত্রী পাওয়া গেল?

১ম ব্যক্তি। তবে শোনো! গান্ধার-রাজের কন্যার সহিত কুমার ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হ'বে স্থির হ'য়েছে। কুমার পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা পৃথা ও মদ্রাধিপতির কন্যা মাদ্রীর বিবাহ হবে এবং কুমার বিদুরের জন্যও একটী উপযুক্তা পাত্রী স্থির হ'য়েছে, শুনেছি।

২য় ব্যক্তি। 'পাণ্ডুর জন্য দুটী কন্যা স্থির হ'ল যে ?

১ম ব্যক্তি। তিনি যে আজ বাদে কাল রাজা হবেন।

২য় ব্যক্তি। বিয়ে হবে কত দিনে ভাই ?

১ম ব্যক্তি। আর বেশী দেরী নাই।

৩য় ব্যক্তি। আর ব'সে ব'সে গল্প ক'র্‌তে ভাল লাগে না। চল হে শিকারে যাওয়া যাক্।

অন্য সকলে। সেই ভাল কথা। চল শিকারে।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা—ভীষ্মের কক্ষ।

ভীষ্ম ও মন্ত্রী আসীন।

মন্ত্রী। দেব! মহারাজ পাণ্ডু বনবিহার-বাসনায় কিছুকালের জন্য পর্ব্বতপ্রদেশে যাপন ক'র্‌বেন স্থির ক'রেছেন। এ বিষয়ে আপনার সম্মতির অপেক্ষা।

ভীষ্ম। পাণ্ডুর এরূপ ইচ্ছা হ'ল কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ বলেন যে, "এখন রাজ্য শান্তিপূর্ণ, শত্রুগণও সম্পূর্ণ পরাজিত। সীমান্ত-প্রদেশ উত্তমরূপ সুরক্ষিত। রাজকোষেও অর্থের অভাব নাই।" মহারাজও অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় কিছু ক্লান্ত হ'য়েছেন। তাই কিছু দিনের জন্য বনবাসে যাপন ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রেছেন।

ভীষ্ম। এ মন্দ যুক্তি নয়। পাণ্ডুর অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনের ভার কার হস্তে থাক্‌বে?

মন্ত্রী। মহারাজের জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের উপর সে ভার থাক্‌বে।

ভীষ্ম। পাণ্ডু যেন উপযুক্ত অনুচর ও রাজ্ঞীদ্বয় সহিত গমন করেন।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, সেইরূপই ব্যবস্থা হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

(পটক্ষেপ)।



তৃতীয় অঙ্ক।

—)(*)(—

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত-প্রদেশ।

পাণ্ডু ও কুন্তী।

কুন্তী। মহারাজ, আর কত দিন বন ও পর্ব্বতপ্রদেশে যাপন ক'র্‌বেন? ছেলে পাঁচটীও ক্রমে বড় হ'য়ে পড়্‌লো। এখন ছেলেদের ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষা দেবার সময় হ'য়েছে। অতএব এখন হস্তিনায় ফিরে চলুন।

পাণ্ডু। মহিষী, এ বিষয় আমিও ইতিপূর্ব্বে চিন্তা ক'রেছি। নগরের কোলাহল অপেক্ষা নির্জ্জন বনে বাস ক'র্‌তে আমার ভাল লাগে। কিন্তু তা ব'লে বরাবর এ প্রদেশে বাস ক'র্‌লে ছেলেগুলিকে উপযুক্ত-রূপে শিক্ষা দেওয়া ঘটে না। তাই আমি মনে ক'রেছি যে, অতি শীঘ্রই হস্তিনায় ফিরে যাবো।

কুন্তী। শীঘ্রই যাবেন? কবে যাবেন?

পাণ্ডু। তা এখনো স্থির করি নি, তবে বিলম্ব হবে না, এই মাত্র ব'ল্‌তে পারি।

কুন্তী। যাই, মাদ্রীকে এ শুভ সংবাদ দিই গে।

পাণ্ডু। চল, আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা—ভীষ্মের কক্ষ।

ভীষ্ম আসীন।

ভীষ্ম। (স্বগত) পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের শিক্ষাবিধানই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়েছে। পাণ্ডুর অকালমৃত্যুতে এ রাজ্যের যে ক্ষতি হ'ল, কত দিনে যে তার পূরণ হবে, তা বলা কঠিন; অথবা এ বিষয়ের জন্য চিন্তারই বা দরকার কি! যুধিষ্ঠির বেঁচে থাকলে সকল বিষয়েই পাণ্ডুতুল্য হবে। তার উপর যদি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তার সহায় থাকে, তা হ'লে কালে সে রাজচক্রবর্ত্তীও হ'তে পারবে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মতি গতি বড় ভাল বোধ হয় না। দুর্য্যোধনকে অতিশয় অভিমানী ও হিংসাপরায়ণ ব'লে মনে হয়। সে তো দেখতে পাই সর্ব্বদাই ভীমের সঙ্গে বিবাদ করে। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সৌভ্রাত্রের সীমা ছিল না। তাদের সৌভ্রাত্র দেখে রাম-লক্ষ্মণের কথা মনে হ'ত। তাদের পুত্রগণ কি সে সৌভ্রাত্র রক্ষা ক'রতে পারবে না? ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ কালে সুশিক্ষিত হ'য়ে, যদি একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তা হ'লে ভবিষ্যতে হস্তিনারাজ্য যে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্বলাভ ক'রবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এখন সে চিন্তা থাক;— কুমারদের অস্ত্রশিক্ষার কি উপায় করা যায়! আচার্য্য কৃপের অধ্যাপনা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃপ অপেক্ষা সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছেন ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। তাঁকে যদি কোনো উপায়ে পৌত্রগণের অধ্যাপক নিযুক্ত ক'রতে পারি, তা হ'লেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়! অর্জ্জুন এই অল্প বয়সেই—

ব্যস্তভাবে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। পিতামহ, প্রণাম করি (ভীষ্মের চরণ বন্দনা করিলেন)।

ভীষ্ম। কি হে অর্জ্জুন! আমি এই মাত্র তোমার কথা ভাব্ছিলাম। এত ব্যস্ত কেন হে? ব্যাপার কি বল দেখি?

অর্জ্জুন। আজ এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছে, তাঁর আশ্চর্য্য প্রভাব।

ভীষ্ম। কিসে বুঝ্লে যে তাঁর আশ্চর্য্য প্রভাব?

অর্জ্জুন। আমরা সকলে নগরের বাহিরে একটা লোহার গুলি নিয়ে খেলা ক'র্ছিলাম। দৈবাৎ সে গুলিটা একটা কূপের মধ্যে প'ড়ে গেল,—সে কূপে জল নাই। আমরা সকলে অনেক চেষ্টা সত্বেও কূপ হ'তে গুলি তুল্‌তে পার্‌লাম না। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ সেখানে এসে, আমাদিগকে নিন্দা ক'রে ব'ল্‌লেন—"তোমাদের ক্ষত্রিয়তেজে ধিক্! তোমরা এই গুলিটা কূপ হ'তে তুল্‌তে পার্‌লে না!" তখন আর্য্য যুধিষ্ঠির ব'ল্‌লেন, "আপনি তুল্‌তে পারেন?" ব্রাহ্মণ ব'ল্লেন, "পারি বৈ কি? কি দেবে?" যুধিষ্ঠির ব'ল্লেন, "তা হ'লে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাবেন।" সে কথা শুনে ব্রাহ্মণ হাস্‌তে হাস্‌তে হাতের আঙ্গুলের একটী আংটী কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে, এক মুঠা ঈশিকা হাতে নিয়ে ব'ল্‌লেন, "কুমারগণ, এই ঈশিকামুষ্টির প্রভাব দেখ!" এই কথা ব'লে ক'র্‌লেন কি, প্রথমে একটী ঈশিকা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ ক'র্‌লেন। অমনি ঈশিকাটি কূপস্থ গুলিটাকে বিদ্ধ ক'র্‌লে। তার পর আর একটী ঈশিকা দিয়ে পূর্ব্বের ঈশিকাটিকে বিদ্ধ ক'র্‌লেন। এমনি ক'রে পর পর একটী ঈশিকা দিয়ে আর একটী বিদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, সেই সকল ঈশিকার সাহায্যে গুলিটাকে কূপের মধ্য হ'তে তুলে ফেল্লেন। তখন আমরা চমৎকৃত হ'য়ে ব'ল্লাম, "হে বিপ্র, আপনার আংটীটিও কূপ হ'তে উত্তোলন করুন।" তখন সেই ব্রাহ্মণ ক'র্‌লেন কি, ধনুকে বাণ

যোজনা ক'রে সেই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন, চক্ষের নিমেষে বাণটি সেই আংটিটিকে বিদ্ধ ক'রে উপরে তুলে আমাদের কাছে এনে দিলে। তা দেখে আমরা সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে ব'ল্লাম, "ভগবন্! আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করলেন, তা অন্যের অসাধ্য। অতএব অনুগ্রহ ক'রে আপনার পরিচয় প্রদান করুন"। তখন সেই ব্রাহ্মণ বল্লেন, "তোমরা আমার রূপ ও গুণের কথা বিশেষরূপে ভীষ্মের নিকট বর্ণনা ক'রে বলবে যে সেই মহাতেজা এখানে এসেছেন; তাহ'লেই তিনি বুঝতে পারবেন।

ভীষ্ম। (স্বগত) ইনি নিশ্চয়ই দ্রোণাচার্য্য। এতদিনে বুঝি আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হ'ল। (প্রকাশ্যে) তিনি কোথায় এখন?

অর্জ্জুন। আচার্য্য কৃপের গৃহে রয়েছেন।

ভীষ্ম। চল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে।

অর্জ্জুন। তিনি কে পিতামহ?

ভীষ্ম। আচার্য্য দ্রোণ বোধ হয়!

অর্জ্জুন। উনি আচার্য্য দ্রোণ? আমাদের কি সৌভাগ্য!

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা—কক্ষ।

ভীষ্ম ও দ্রোণ।

দ্রোণ। হে শান্তনুনন্দন! আমার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ত আপনাকে বললাম। দ্রুপদের নিকট অপমানিত হ'য়ে পথিমধ্যে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তা অতি শীঘ্রই সম্পন্ন ক'রব। এখন বলুন, আপনার কি প্রিয় কার্য্য ক'রতে হবে?

ভীষ্ম। মহাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের বালকগণকে সম্যক রূপে অস্ত্র-শিক্ষা করান এবং সতত পূজিত হ'য়ে প্রীত প্রসন্ন মনে সুখভোগ করুন। কুরুদের ধন ও রাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হ'বে। কুরুগণ আপনার আজ্ঞাবহ হ'লেন। হে বিপ্রর্ষে! আপনি যখন যা চাইবেন, তৎক্ষণাৎ তা পা'বেন। আপনি আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ স্বেচ্ছায় এখানে আগমন ক'রে আমাদিগকে বিশেষ অনুগৃহীত ক'রেছেন। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত। এখন বিশ্রাম কর্‌বেন চলুন।

দ্রোণ। আজ্ঞে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনা—মন্ত্রণা-গৃহ।

ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণ আসীন।

দুর্য্যোধন। মহারাজ! পাণ্ডবগণকে এ সময়ে দমন না ক'রলে ভবিষ্যতে তারা দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠবে।

ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডবদিগকে দমন কর্‌তে হবে কেন? তারা ত আমাকে যথোচিত ভক্তি ক'রে, তোমাদের প্রতিও তাদের যথেষ্ট প্রীতি দেখ্‌তে পাই।

দুর্য্যোধন। পিতঃ! আমি কি পাণ্ডবদের আজ্ঞাবহ হ'য়ে জীবন যাপন করবার জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছি? আপনি জন্মান্ধ বলে রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, আপনার কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজা হন। তার পর এখন যদি সেই পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহ'লে ত আমার আর কোন আশাই থাক্‌ল না। আরও এক কথা এই যে

পিতামহের পরামর্শে আপনি যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রেছেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সাহায্যে কুরুরাজ্যের অধিকার অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক'রেছেন। প্রজাগণও এখন এইরূপ মত প্রকাশ ক'রেছে যে, এখনও পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হ'চ্ছেন না কেন? ভীষ্ম ত পূর্ব্বেই রাজ্য ত্যাগ করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই রাজ্যাধিকারী। যাতে শীঘ্র যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এরূপ করতে হ'চ্ছে। প্রজাদের মনের ভাব বুঝে আমি ইতিমধ্যে অনেককে অর্থদ্বারা বশ ক'রেছি। এখন আপনি এ বিষয়ে মন-যোগ না করলে সব পণ্ড হবে।

ধৃতরাষ্ট্র। বৎস! পাণ্ডবদের প্রতি দ্বেষ ক'রা তোমার উচিত হয় না।

দুর্য্যোধন। পিতঃ! আমি আবার বলি যে, পাণ্ডবদের আজ্ঞাবহ হ'য়ে আমি থাকতে পারবনা। যদি আপনার তাই অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে আমাকে চিরদিনের মত বিদায় দিন।

ধৃতরাষ্ট্র। বৎস দুর্য্যোধন! পাণ্ডবদের শৌর্য্য বীর্য্যের কথা ও তাদের প্রতি প্রজাগণের আনুরক্তির বিষয় আমি ইতিপূর্ব্বেই চিন্তা ক'রেছি। কেমন করে যে তাদের দমন করা যায়, সে বিষয়ে কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রিবর কণিকের সঙ্গেও পরামর্শ ক'রেছি, লোকলজ্জাভয়ে মনের ভাব এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই। ভীষ্মদেব উদাসীন, এ সকল বিষয়ের খোঁজ খবর রাখেন না, কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী' বিদুর আমাকে সন্দেহ করে বলিয়া মনে হয়। এখন এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তা তোমরাই বল।

দুর্য্যোধন। মহারাজ! বারণাবত নগর অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হ'য়েছে। সেখানে একটি জতুগৃহও নির্ম্মাণ করা হ'য়েছে। আমার শিক্ষিত লোকগণ এখন সর্ব্বত্র প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে

যে, বারণাবতের মত সুন্দর নগর কুত্রাপি নাই। এখন যদি আপনি কোন উপায়ে পাণ্ডবগণকে কিছু দিনের জন্য বারণাবতে পাঠাতে পারেন, তাহ'লেই কার্য্য-সিদ্ধি হ'তে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে শীঘ্রই বারণাবতে গমনের অনুমতি ক'রব। কিন্তু সাবধান! আমাদের এ মন্ত্রণা যেন প্রকাশ না হয়। ভীষ্মদেব যেন ঘুণাক্ষরেও তোমাদের মনের ভাব টের না পান। সব চেয়ে ভয় বিদুরকে, তাঁর চক্ষে ধূলা দেওয়াই কঠিন।

শকুনি। মহারাজ! আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন, এ মন্ত্রণার বিষয় আপনি, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও আমি ছাড়া এখন আর কেহই জান্‌তে পারবেনা।

কর্ণ। পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ক'রলে হয় না?

শকুনি। না, না, তাও কি হয়? মহারাজ যা অনুমতি করলেন, তাই সৎযুক্তি।

ধৃতরাষ্ট্র। (স্বগত) পাণ্ডু আমাকে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করত। তার সেই ব্যবহারের বুঝি এই প্রতিদান। স্নেহের কি অসীম ক্ষমতা! আমাকে এমন অন্যায় কাজেও প্রবর্ত্তিত ক'রেছে।

দুর্য্যোধন। মহারাজ! এখন আমরা বিদায় হই।

ধৃতরাষ্ট্র। আচ্ছা এস।

(দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(হস্তিনা—কুরুরাজসভা।)

(ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি আসীন)

দুর্য্যোধন। পিতঃ! পাণ্ডবদিগকে বিপদগ্রস্ত ক'রবার জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করেছিলাম, তা বিফল হ'য়েছে। পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয় নাই। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণ-বেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ ক'রেছে। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ ক'রে এখন দ্রুপদ নগরে বাস ক'রছে।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর ত তাই ব'লে গেল। এ সংবাদ কি সত্য?

শকুনি। সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের গুপ্তচরেরাও এই সংবাদ আনয়ন ক'রেছে।

দুর্য্যোধন। পিতঃ! এখনই পাণ্ডবদিগকে দমনের উপায় অবধারণ করুন। নচেৎ পাণ্ডবদিগের হস্তে আমাদের নিস্তার নাই।

ধৃতরাষ্ট্র। কি উপায় অবলম্বন ক'রতে বল?

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবদের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যাতে বিবাদ হয়, তাই করা কর্ত্তব্য। যখন দ্রৌপদী তাদের সাধারণ পত্নী হ'য়েছে, তখন তাদের মধ্যে বিবাদ বাধান কঠিন কাজ নয়। এজন্য সুনিপুণ মন্ত্রী নিযুক্ত ক'রতে হবে। এ উপায় অবলম্বন যুক্তিযুক্ত মনে না হয়, তা হ'লে আর একটি উপায় আছে। আমরা কয়েক জন ছদ্মবেশী বলবান পুরুষ নিযুক্ত করি, তারা গোপনে ভীমকে

নিহত করুক। ভীমই পাণ্ডবদের দক্ষিণ বাহু। অৰ্জ্জুন ভীমের সাহসেই সমধিক সাহসী হ'য়ে আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। ভীমের] অভাবে পাণ্ডবেরা নিস্তেজ হ'য়ে পড়বে। তখন আর তাদের রাজ্যের স্পৃহা থাকবেনা। ভীম পৃষ্ঠ রক্ষা ক'র্‌লে অর্জ্জুনকে পরাজয় করা কঠিন, কিন্তু ভীম না থাক্‌লে অর্জ্জুন রণস্থলে কর্ণের চতুর্থাংশরূপে পরিগণিত হ'তে পারে কিনা, সন্দেহ। ভীমের অভাব হ'লে পাণ্ডবগণকে নিহত করা অতি সহজ। কেমন হে কর্ণ! তুমি কি বল?

কর্ণ। দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব আমি সমীচীন বলে বিবেচনা করি না। পাণ্ডবদের পঞ্চভ্রাতার মধ্যে ভেদ জন্মান অসম্ভব। ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব সকল বিষয়েই যুধিষ্ঠিরের মতানুবর্ত্তী। তার উপর তারা পাঁচ জনেই এক পত্নীতে অনুরক্ত, অতএব তাদের সৌভ্রাত্র দিন দিন বৰ্দ্ধিত হবে। যে দ্রৌপদী পাণ্ডবদের হীন অবস্থা দে'খেও তা'দের বরণ করেছেন, তিনি যে পাণ্ডবদের প্রতি বিরক্ত হবেন, এরূপ বিশ্বাস হয় না। গুপ্তচর দ্বারা ভীমকে নিহত করাও সহজ ব্যাপার নয়। ভীম যখন হস্তিনায় ছিল, তখন তুমি তাকে গোপনে নিহত ক'রবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি কর নাই, কিন্তু তার ফল কি হ'য়েছিল? এখন ত তারা বিদেশে এবং প্রবল পরাক্রান্ত পাঞ্চাল দেশাধিপতি দ্রুপদ এখন তা'দের সহায়। পাণ্ডবদের দমনের একমাত্র উপায়—তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং সেই যুদ্ধও অতি শীঘ্র ক'রা কর্ত্তব্য, কারণ বিলম্ব হ'লেই পাণ্ডবেরা বল সঞ্চয় ক'রবে। যত দিন না ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হন, ততদিনই পাণ্ডবদের জয় করা সহজ। অতএব আমার মত এই যে পাণ্ডবদের পরাক্রান্ত মিত্রদের সাহায্যলাভের পূর্ব্বেই আমরা চতুর্বর্গ [illegible]-

সহিত দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করি এবং যুদ্ধে দ্রুপদকে বধ ক'রে, পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় বন্দী ক'রে আনি। পাণ্ডবদের প্রতি সাম, দান, কি ভেদ এই তিন নীতি প্রয়োগ ক'রলে তা নিশ্চয়ই বিফল হ'বে। পাণ্ডবগণকে পরাজয়ের একমাত্র উপায়—যুদ্ধ। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অতএব মহারাজ! আপনি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে পরাজয় ক'রে অখণ্ড সাম্রাজ্য ভোগ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। কর্ণ! তুমি যা ব'ল্লে, তা সমীচীন বটে, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এ বিষয়ে আমি কিছু ক'রতে ইচ্ছা করি না। তাঁদের আন্‌বার জন্য অনুচর প্রেরিত হ'য়েছে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হ'ক! মহারাজ! মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর মহারাজের দর্শন-প্রার্থী।

ধৃতরাষ্ট্র। শীঘ্র তাঁহাদিগকে সভাগৃহে আনয়ন কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রণাম করিয়া প্রতিহারীর প্রস্থান)

(ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ ও বিদুরের প্রবেশ।)

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ। মহারাজের জয় হউক!

ধৃতরাষ্ট্র। আসুন, আসুন; আসন পরিগ্রহ করুন।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরের উপবেশন।)

ভীষ্ম। মহারাজ! আমাদের কি জন্য স্মরণ ক'রেছ?

ধৃতরাষ্ট্র। দেব! আমাদের ভাগ্যক্রমেই পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ ক'রেছে বল্‌তে হবে। এখন তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা যায়, সে সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিন।

দুর্য্যোধন। যুক্তি আর কি? জ্ঞাতি চিরশত্রু, তা'দের সহিত যুদ্ধ করাই যুক্তি।

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! তোমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে নাই। বৃথা দাম্ভিকতা ও অবিনয় প্রকাশ ক'রোনা।

ভীষ্ম। মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই উচিত হয়না। আমার পক্ষে তোমার পুত্রেরাও যেমন, পাণ্ডুর পুত্রেরাও তেমনি। আমার উভয় পক্ষেরই মঙ্গল চিন্তা করা উচিত। আমার মতে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কারণ, এরাজ্য যুধিষ্ঠিরাদির পৈতৃক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে ক'র যে এ তোমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও তাই মনে করে। যদি সেই মহাযশা পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়, তা হ'লে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ ক'রবে? অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দি'য়ে তা'দের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনই কর্ত্তব্য। এর অন্যথাচরণ করলে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করা হ'বে। মহারাজ! ভাগ্যবলেই পাণ্ডবেরা জতুগৃহে রক্ষা পেয়েছে। তা'দের দাহ-বৃত্তান্ত প্রচারিত হওয়ার পর আমি জন-সমাজে মুখ দেখা'তে পারতাম না। এজন্য লোকে তোমাদেরই নিন্দা ক'রত। এখন পাণ্ডবদিগকে সৎকার ক'রে এখানে আনয়ন ক'রে তাহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিলেই তোমাদের পূর্ব্বের দোষের কথা আর লোকে মনে ক'রবেনা।

দ্রোণ। ভীষ্মদেব অতিশয় যুক্তি-সঙ্গত কথা ব'লেছেন। মহারাজ! এই রূপ প্রস্তাব-সহ একজন প্রিয়ম্বদ দূত দ্রুপদরাজধানীতে প্রেরণ করুন। তিনি যেন সম্মানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে এখানে আনয়ন করেন। দূতের সঙ্গে পাণ্ডবদের নিমিত্ত প্রচুর উপহার,

প্রেরণ করুন। দুঃশাসন ও বিকর্ণ সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলীসহ পাণ্ডবদিগকে আন্‌বার জন্য দ্রুপদ নগরে গমন করুক। পাণ্ডবেরা ফি'রে এ'সে তাদের পৈতৃক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ক।

কর্ণ। আমি এ প্রস্তাব সমীচীন ব'লে মনে করি না। পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ।

কৃপ। যুদ্ধ করা কখনই সৎ যুক্তি নয়। ভীষ্ম যা ব'লেছেন, তাই করাই কর্ত্তব্য।

বিদুর। আমারও সেই মত। মহারাজ! আপনি কর্ণ ও শকুনির কু পরামর্শ শুন্‌বেন না।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দি'য়েছেন। তোমারও মত তাই। মহাবীর কুন্তীপুত্রেরা যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ তেমনি আমারও পুত্রস্থানীয়। আমার পুত্রদের ন্যায় পাণ্ডুপুত্রেরাও এরাজ্যের অধিকারী। অতএব তুমি যাও, কুন্তী ও দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণকে সৎকার ক'রে এখানে আনয়ন কর। আমাদের কি সৌভাগ্য যে, দুষ্টবুদ্ধি পুরোচন পাণ্ডবদের অপকার কর্ত্তে গিয়ে নিজেই নিহত হ'য়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি একবাক্যে পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে অমত প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে এখন তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে সাহস হয় না।

ভীষ্ম। মহারাজ! তোমার কথা শু'নে অতিশয় সন্তোষ লাভ ক'রলাম।

তাহ'লে আমরা বিদায় হই।

ধৃতরাষ্ট্র। আজ্ঞে! আসুন, এখন এ সভার কার্য্য শেষ হ'য়েছে। এ সভা ভঙ্গ হ'ল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

রাজ-সভা।

(যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ, বলদেব প্রভৃতি যাদবগণ, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শিশুপাল, প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ আসীন।)

ভীষ্ম। মহারাজ যুধিষ্ঠির! তোমার বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'য়েছে। এখন সমাগত রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, ও স্নাতক, মিত্র, ভূপতি ইঁহাদের সকলকেই পণ্ডিতেরা অর্ঘ্যার্হ ব'লে থাকেন। অভ্যাগত ব্যক্তি একত্র সম্বৎসর বাস ক'রলেও অর্ঘ্যার্হ হ'ন। কিন্তু এই সমাগত নৃপতিবৃন্দ বহুকাল হ'তে আমাদের সহিত একত্র বাস ক'রছেন। অতএব এই ক্ষত্রিয়রাজগণকেও এক একটি অর্ঘ্য প্রদান ক'রতে হবে। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম, তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! কোন্ মহাত্মাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, তা আপনিই স্থির করুন।

ভীষ্ম। (কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া) মহারাজ! যেমন যাবতীয় পদার্থমধ্যে সূর্য্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা তেজীয়ান্, মহামতি বাসুদেব কৃষ্ণও তেমনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ভূপালবৃন্দকে হীনপ্রভ ক'রেছেন। নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চার ও সূর্য্যালোক-বিহীন স্থানে সূর্য্যের উদয় যেমন অপার আনন্দের কারণ হয়, শ্রীকৃষ্ণের সমাগমও আমাদের এই সভায় তেমনি আনন্দের কারণ হ'য়েছে। অতএব আমার মতে কৃষ্ণকেই প্রধান অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ভূপতিগণ মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, 'সাধু! সাধু!'

যুধিষ্ঠির। সহদেব! পিতামহের আদেশ পালন কর। কৃষ্ণকে প্রধান অর্ঘ্য প্রদান কর।

(সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন ও কৃষ্ণ শাস্ত্রানুসারে অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন।)

শিশুপাল। হে শান্তনুতনয় ভীষ্ম! সভাস্থলে মানী ও গুণিগণের অগ্রগণ্য বহুতর নরপতি উপস্থিত আছেন। এরূপ অবস্থায় অভিষেকহীন কৃষ্ণ রাজার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হ'বার সম্পূর্ণ অযোগ্য। হে যুধিষ্ঠির! তুমিই বা কোন্ বিবেচনায় যাদব কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় আমাদের অপমান ক'রলে। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা নিতান্ত বালকের ন্যায় কাজ ক'রেছ। হে ভীষ্ম! তুমি যে লোক-সমাজে পরম ধার্ম্মিক ব'লে পরিগণিত হ'য়ে থাক, কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা কি তার উপযুক্ত কাজ হ'য়েছে? তোমার এ কার্য্য সাধু-সমাজে প্রচারিত হ'লে নিশ্চয়ই তুমি নিন্দিত হ'বে। কি বিবেচনায় তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান ক'রলে? যদি স্থবির ব'লে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে থাক, তাহ'লে কৃষ্ণের পিতা বাসুদেব কি অপরাধ করলেন? পুত্রের গৌরবে কি পিতার অপমান করা হয় নাই? যদি শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুগত ব'লে কৃষ্ণকে পূজা ক'রে থাক, তাহ'লে দ্রুপদরাজ কি অপরাধ ক'রলেন? আর যদি আচার্য্য-বোধে কৃষ্ণের অর্চ্চনা ক'রে থাক, তাহ'লে দ্রোণাচার্য্যকে অর্চ্চনা ক'রা হ'লনা কেন? ঋত্বিক বোধে যদি পূজা করে থাক, তা হ'লে মহর্ষি ব্যাসকে অতিক্রম ক'রে কৃষ্ণের পূজা কেন? হে যুধিষ্ঠির! মৃত্যু যাঁর অধীন, সেই সত্যসন্ধ মহাপুরুষ ভীষ্ম বর্ত্তমানে তুমি কি বিবেচনায় কৃষ্ণকে প্রধান অর্ঘ্যের উপযুক্ত পাত্র স্থির ক'রলে? সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীরচূড়ামণি অশ্বত্থামার সঙ্গে কি কৃষ্ণের তুলনা

হয়? রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন, নরপতি ভীষ্মক, রুক্মী প্রভৃতি রাজগণকে অতিক্রম করে কৃষ্ণকে প্রধান অর্ঘ্য প্রদান করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হ'য়েছে। এই সকল রাজা কৃষ্ণ অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। মহাবীর কর্ণ কি কৃষ্ণ অপেক্ষা বলবীর্য্যসম্পন্ন নহেন? এই সকল উপযুক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্বেও তুমি যখন কৃষ্ণকে অর্চ্চনা ক'রেছ, তখন স্পষ্টই বোধ হ'চ্ছে যে, কৃষ্ণ তোমার সুহৃদ ব'লেই তুমি তা'কে অর্চ্চনা ক'রেছ। হে যুধিষ্ঠির! যদি তোমার এই রূপই অভিপ্রায় ছিল, তাহ'লে দেশ দেশান্তর হ'তে সমাগত এই নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ ক'রার কি প্রয়োজন ছিল? হে ভূপালগণ! আমরা যে ভয়, লোভ, ও সান্ত্বনার বশীভূত হ'য়ে কুন্তীনন্দনকে কর প্রদান ক'রেছি, এরূপ নয়। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুরাগী; সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য সাম্রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষী; সেই জন্যই আমরা তাঁকে কর দিয়েছি। আমরা যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ-কামনায় যেমন বিনা যুদ্ধে তাঁকে কর প্রদান ক'রেছিলাম, তিনিও তেমনি তার প্রতিফলস্বরূপ আমাদিগকে আহ্বান ক'রে এনে আমাদের যথেষ্ট অপমান ক'রলেন। হে যুধিষ্ঠির! যার রাজোচিত কোন গুণই নাই, তাকে অর্ঘ্য প্রদান করার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র আমাদিগকে অপমানিত করা ব্যতীত আর কি হতে পারে? এই কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ অতি ঘৃণিত। এ বিনা কারণে জরাসন্ধকে বধ ক'রেছে। এই রূপ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য প্রদান করায় তোমার লাভ এই হ'ল যে ধার্ম্মিক ব'লে তোমার যে সুখ্যাতি ছিল, তা একেবারে লোপ হ'ল। ওহে কৃষ্ণ! কুন্তীনন্দনেরাই না হয় ভাল মন্দ বিবেচনা না ক'রে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান ক'রলেন, কিন্তু তুমি কি বিবেচনায় সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ ক'রলে? এ কার্য্য করা কি তোমার উচিত হ'য়েছে? অথবা তোমাকে নিন্দা করা

বৃথা। তুমি অতি নির্ব্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও নীচস্বভাব! তুমি মনে ক'রোনা যে নির্ব্বোধ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হ'য়ে তুমি প্রকৃত সম্মান প্রাপ্ত হ'লে। বিবেচনা ক'রে দেখতে গেলে তুমিই প্রকারান্তরে অপমানাস্পদ হ'য়েছ। বধিরের সঙ্গীত শ্রবণ ও অন্ধের রম্য বস্তু দর্শন যেমন অসঙ্গত, রাজোপাধিরহিত তোমার পক্ষেও এই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করা সেইরূপ অসঙ্গত হ'য়েছে। এই সভাতে যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরতা ও সদ্ বিবেচনা, ভীষ্মের সদ্বিচার ও কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্ত্বার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। ওহে নরপতিগণ! আসুন, আমরা এ সভা ত্যাগ করি।

(প্রস্থানোদ্যত)

যুধিষ্ঠির। চেদীপতি! ক্ষান্ত হ'ন। ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে সভা ত্যাগ ক'রা আপনার উচিত নয়। ভীষ্মাদি-মহাত্মাগণকে তিরস্কার করা আপনার উচিত হয় নাই। আপনার অপেক্ষা সুধীর নরপতিগণ এই সভায় উপস্থিত র'য়েছেন, কিন্তু তাঁরা ত কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করায় কোন আপত্তি করেন নাই বা অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। তাঁদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হ'য়ে আপনারও সন্তোষ লাভ করা উচিত। পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণকে যেরূপ জানেন, আপনি সেরূপ জানেন না ব'লেই, বোধ হয় এরূপ কথা ব'লেছেন। কৃষ্ণকে উত্তমরূপে জান্‌লে আপনি কখনই এরূপ কথা ব'ল্‌তেন না। ক্ষান্ত হউন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন।

(শিশুপাল উপবেশন করিলেন।)

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির! পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যার অনভিমত, সে ব্যক্তি অনুনয়ের পাত্র নয়। ক্ষত্রিয়-বংশে জন্ম পরিগ্রহ ক'রে বিপুল বল বিক্রম সহকারে যিনি বিপক্ষকে পরাজিত ক'রে স্ববশে আনয়ন ক'রার পর পরিত্যাগ ক'রেন, তিনিই শাস্ত্রানুসারে সেই পরাস্ত

ব্যক্তির গুরু হ'ন। যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের তেজপ্রভাবে কে না সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার ক'রেছেন? সভাগত ক্ষত্রিয় নরপতিগণের অধিকাংশকেই কৃষ্ণ যুদ্ধে পরাজয় ক'রেছেন। এই সমাগত ক্ষত্রিয় সভায় কৃষ্ণের ন্যায় বেদবেদান্তে পারদর্শী দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সভা-মণ্ডপস্থ কোন মহাত্মাই আমার অজ্ঞাত নহেন। আমি বিশেষ বিবেচনা ক'রেই যাবতীয় গুণী ও বৃদ্ধগণকে অতিক্রম ক'রে সর্ব্বাগ্রে বাসুদেব কৃষ্ণের অর্চ্চনায় মত দি'য়েছি। কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বে কাহারও সন্দেহ থাক্‌'তে পারে না। সমাগত নরপতিগণমধ্যে কেই বা কৃষ্ণকে অর্চ্চনীয় বোধ না ক'রেন? কৃষ্ণের উচিত পূজা যদি শিশুপালের অনভিমত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে সে যা কর্ত্তব্য মনে ক'রে, ক'রতে পারে।

সহদেব। (উচ্চৈঃস্বরে) হে ভূপালগণ! কেশিনাশন কৃষ্ণ অপরিমেয় পরাক্রমশালী, তিনি আমাদের পরম পূজনীয়। এই পূজ্যতম কৃষ্ণের পূজা যাঁদের অসহ্য হ'য়েছে, আমি তাঁ'দের মস্তকে পদাঘাত ক'রি (ভূতলে পদাঘাত), যদি কাহারও সাধ্য থাকে, অগ্রসর হ'য়ে আমার এই কথার সমুচিত উত্তর প্রদান করুন। আমি আশা করি, বুদ্ধিমান ও বিবেচক নরপতিগণ কখনই কৃষ্ণের পূজায় বিরক্ত হ'ন নাই।

(সহদেবের-দর্প-পূর্ণ উক্তি শুনিয়া সভা নিস্তব্ধ হইল। কেবল শিশুপাল পুনরায় উত্তর দিলেন।)

শিশুপাল। ওহে নরপতিগণ! পাণ্ডবদের অতিশয় বৃদ্ধি ও দম্ভ হ'য়েছে। যাঁরা কৃষ্ণের পূজায় বিরক্ত, তাঁরা আমার সহিত যোগ দান করুন। আমি তাঁ'দের সেনাপতি হ'য়ে যুদ্ধসাগরে ঝাঁপ দিব। আজ যাদব ও পাণ্ডবগণ সমূলে বিনষ্ট হ'বে। যাঁদের কিছুমাত্র মানাপমান বোধ আছে, তাঁরা অবশ্যই আমার পৃষ্ঠপোষণ ক'রবেন।

অগ্রসর হউন, আমি আপনাদের সমুচিত সম্মান রক্ষা ক'রব। (শিশুপালের কথা শুনিয়া সভাস্থ কতকগুলি নরপতি পরস্পর এই রূপ বলাবলি করিতে লাগিলেন "পাণ্ডবদের কি স্পর্দ্ধা! না! এ নিতান্ত অসহ্য! কৃষ্ণপ্রধান অর্ঘ্য পে'তে পারেন না। সহদেব আজ আমাদের বড়ই অপমান ক'রলে! শিশুপালের কথাই ঠিক। চল যুদ্ধ করা যা'ক," "আরে থাম থাম! কৃষ্ণের অর্চ্চনা ঠিকই হ'য়েছে, রাগ ক'রনা। এখন চুপ কর" ইত্যাদি ইত্যাদি)

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! সভাস্থ নরপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ উত্তেজিত হ'য়ে উ'ঠেছেন দেখ'ছি। এ ব্যাপারের শেষে যা'তে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হয়, তার উপায় করুন।

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির! নিশ্চিন্ত হও। তোমার যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে, শিশুপালের সে সাধ্য নাই। কৃষ্ণ শিশুপালের বহু অপরাধ ক্ষমা ক'রেছেন বলেই শিশুপালের এত দম্ভ। হে শিশুপাল! হে নরপতিগণ! আমি আপনাদের নিকট একটি প্রস্তাব ক'রতে ইচ্ছা করি। আমি বিশ্বাস করি, এ প্রস্তাব প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের মনঃপূত হ'বে। হে নরপতিগণ! বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। আমরা কৃষ্ণের অর্চ্চনা ক'রেছি, আপনাদের যাঁর সাধ্য থাকে, তিনি এ বিষয়ের প্রতিকার করুন। আমরা যে কৃষ্ণের অর্চ্চনা ক'রছি, তিনি এ সভায় উপস্থিত র'য়েছেন। আপনাদের মধ্যে যাঁর সর্ব্বাগ্রে যমালয়ে গমনের ইচ্ছা হ'য়েছে, তিনি এই অমিততেজা কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করুন।

শিশুপাল। অতি উত্তম প্রস্তাব! ওহে কৃষ্ণ! অগ্রসর হও, আমি তোমাকে যুদ্ধার্থে, আহ্বান ক'রছি। আজ পাণ্ডবদের সহিত তোমাকে নিহত ক'রে সকল আপদের শান্তি ক'রব।

কৃষ্ণ। হে নরপতিগণ! এই পাপাত্মা শিশুপাল যাদবগণের চিরশত্রু।

আমরা কখনই শিশুপালের কোন অপকার করি নাই। কিন্তু এই পাপাত্মা সর্ব্বদাই আমাদের অনিষ্ট ক'রে থাকে। আমরা প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে গমন ক'রেছি শু'নে এই পাপাত্মা দ্বারকানগর আক্রমণ ক'রে ঐ নগর দগ্ধ করে। ভোজরাজের রৈবতক বিহার-কালে এই দুরাত্মা তাঁর অনুচরগণকে নিহত করে। আমার পিতার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য এই নৃশংস অশ্বমেধের অশ্বটি অপহরণ করে। এই পাপিষ্ঠ নারীর অপমান করতেও কুণ্ঠিত নয়। শিশুপাল আমার বহু অনিষ্ট ক'রেছে। কিন্তু আমি তার মাতার অনুরোধে এত দিন তাকে কোন প্রকার শাস্তি দিই নাই। আজ সভাস্থলে আমাকে অপমানিত করা সত্ত্বেও আমি এতক্ষণ কিছুই বলি নাই। কিন্তু শিশুপাল যখন আমাকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রেছে, তখন আমি ক্ষত্রিয় হ'য়ে কেমন ক'রে স্থির থাকতে পারি। আজ শিশুপালের নিস্তার নাই। শিশুপাল! তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাব। হে নরপতিগণ! সভার বহির্ভাগে চলুন। সেই স্থানে শিশুপালের সহিত আমার যুদ্ধ হ'বে। শিশুপাল! আজ আর তোমার নিস্তার নাই।

শিশুপাল। বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। যুদ্ধস্থলেই সমস্ত নির্ণয় হ'বে।

অন্যান্য নরপতিগণ। সাধু! সাধু! চলুন! চলুন! সভার বহির্ভাগে চলুন।

(সকলের প্রস্থান।)

পট-ক্ষেপণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনা।

রাজসভা।

(ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী প্রভৃতি আসীন।)

দ্রৌপদী। হায় কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হ'য়েছে! আমি দ্রুপদরাজার কন্যা, কৌরবদিগের পুত্রবধূ, রাজসূয়যজ্ঞকারী যুধিষ্ঠিরের মহিষী, মহাবল পুত্রগণের জননী, অথচ সভামধ্যে আমার এই অপমান গুরুজনেরা নীরবে অবলোকন ক'রছেন! হে সভাসদগ আপনাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান কি একেবারে লোপ পে'য়েছে, আপনারা আমাকে দাসীই বলুন বা নাই বলুন, জিতাই বলুন বা অজিতাই বলুন, আমি উভয় পক্ষেই সম্মতা আছি। এই কৌরবাধম দুঃশাসন যে বারংবার আকর্ষণ ক'রে আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে, আর তা সহ্য হয় না। আপনাদের নিকট আমি যে প্রশ্ন ক'রছি, সে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিন।

ভীষ্ম। কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম! সময়ে সময়ে মহা-পণ্ডিতগণও তা সম্যক অবধারণ ক'রতে পারেন না। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ পুরুষগণ ধর্ম্মপথেই বিচরণ করেন। কিন্তু সময়ে তাঁহাদিগকে অধর্ম্মপথে গমন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রশ্ন অতি সূক্ষ্ম ও অতি জটিল। সুচরিতে! স্বয়ং পরাজিত ব্যক্তি অন্যের ধন কখনই পণ রাখ্‌তে পারে না, অথচ স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা ক'রেই আমি তোমার প্রশ্নের কি উত্তর দিব, স্থির কর্‌তে পারি নাই। তবে

কৌরবদের যে পরিমাণে লোভ ও মোহ প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে স্পষ্টই বোধ হ'চ্ছে যে, অবিলম্বে কুরুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। বৎসে! তুমি যে বংশে বিবাহিত হ'য়েছ, সে বংশের লোকেরা প্রাণান্ত হ'লেও ধর্ম্মপথ হতে বিচলিত হ'তে পারেন না। তুমি যে এমন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েও ধর্ম্মপথ অবলম্বন ক'রে র'য়েছ, এ তোমারই উপযুক্ত হ'য়েছে। এই দেখ, দ্রোণাদি বৃদ্ধ ধার্ম্মিকগণ তোমার অবস্থা দে'খে অবনত মস্তকে অবস্থান ক'রছেন। তাঁদের অবস্থা দে'খে মনে হ'চ্ছে বুঝি বা তাঁ'দের দেহে প্রাণ নাই। এখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরই মীমাংসা করুন, তুমি জিতা কি অজিতা।

দুর্য্যোধন। পাঞ্চালী, ভীমার্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারাই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। তাঁহারা এই সভামধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন, এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ ক'রে তোমার দাসীত্ব মুক্ত করুন। তোমার কাতরতা ও সকরুণ বিলাপে কৌরবগণ সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হ'য়েছেন। পাণ্ডবদের দুর্দ্দশা দে'খ, তাঁরা এতদূর মর্ম্মাহত হ'য়েছেন যে, তাঁদের মুখ দি'য়ে কোন কথাই নির্গত হ'চ্ছে না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সত্যবাদী; তিনি যা ব'লবেন, সকলেই তা বিনা সন্দেহে গ্রাহ্য ক'রবেন।

কোন কোন সভাসদ্। দুর্য্যোধন মন্দ কথা বলেন নাই।

দুর্য্যোধন। হে পাণ্ডবগণ! আমার কথার উত্তর দিন্।

ভীম। যদি যুধিষ্ঠির আমাদের প্রভু না হ'তেন, তাহ'লে আমরা তাঁর অপরাধ কখনই ক্ষমা ক'রতাম না। যিনি আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জীবনের এক মাত্র অধীশ্বর, তিনি যদি নিজেকে পরাজিত ব'লে স্বীকার করেন, তাহ'লে আমরাও নিশ্চয়ই পরাজিত হ'য়েছি। যদি আমি প্রভু হ'তাম, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই দ্রৌপদীর কেশা-

কর্ষণের প্রতিশোধ দিতাম। এখনও যদি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহ'লে সিংহ যেমন ক্ষুদ্রপ্রাণী পশুগণকে বিনষ্ট করে, আমিও তেমনি অনায়াসে কৌরব-সমুদ্র আলোড়ন ক'রে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ এখনই ধ্বংস ক'রে ফেলি।

যুধিষ্ঠির। ভীম! সংযত হও।

ভীম। যে আজ্ঞা।

দুর্য্যোধন। কি হে অর্জ্জুন, তুমি কি বল?

তুমি এখন যুধিষ্ঠিরকে প্রভু ব'লে স্বীকার কর কিনা?

অর্জ্জুন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে আমাদের প্রভু ছিলেন। এখন তিনি পরাজিত হ'য়ে কার প্রভু হ'য়েছেন, সভাসদ্‌গণ তাহার বিচার করুন।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হ'ক। মহিষী সভায় আগমনের অভিলাষ জানি'য়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র। তাঁকে শীঘ্র আনয়ন কর।

প্রতিহারী। যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান।)

(পরিচারিকা কর্ত্তৃক চালিতা গান্ধারীসহ প্রতিহারীর প্রবেশ)।

গান্ধারী। সভাস্থ গুরুজনবর্গকে প্রণাম করি।

(প্রতিহারীর প্রস্থান।)

ধৃতরাষ্ট্র। মহিষি! উপবেশন কর। এসময়ে সভায় আগমনের উদ্দেশ্য কি?

গান্ধারী। মহারাজ! দেবর বিদুরের মুখে এ সমস্ত কি ভয়ঙ্কর কথা শুন্‌লাম? শুন্‌লাম, আমার পাপিষ্ঠ পুত্রেরা কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ক'রে পতিব্রতা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে অপমান ক'রেছে।

দ্রৌপদী। জননি! আমাকে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন। আপনার কুলবধূকে এ অপমান হ'তে রক্ষা করুন।

গান্ধারী। মা! শান্ত হও। আমি যখন এসেছি, তখন আর তোমার কোনও চিন্তা নাই। মহারাজ! পুত্রস্নেহে অন্ধ হ'য়ে আপনি এ কি ক'রছেন। আপনার সভাস্থলে আপনার কুলবধূর অপমান আপনি নীরবে সহ্য ক'রছেন। এই কি রাজধর্ম্ম? ধিক্ আমাকে! এই সকল কুলপাংশুলকে গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম। মহারাজ! সতীর ক্রন্দন নিবারণ করুন, তা নাহ'লে কুরুকুলের ধ্বংস হ'তে আর বিলম্ব নাই। পাণ্ডবদের মুক্ত করুন, দ্রৌপদীকে মুক্ত করুন, দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে এই দণ্ডে ত্যাগ করুন।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)।

প্রতিহারী। মহারাজের জয় হ'ক!

ধৃতরাষ্ট্র। কি সংবাদ?

প্রতিহারী। মহারাজ! আপনার অগ্নিহোত্র গৃহের চতুর্দ্দিকে গর্দ্দভ ও শৃগালগণ সহসা চীৎকার ক'রছে; এবং রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ভয়ানক পক্ষিসকল অমঙ্গলসূচক ধ্বনি ক'রছে। বিপ্রগণ দেব-উপাসনা পরিত্যাগ ক'রে নগর-ত্যাগের উদ্‌যোগ ক'রছেন।

সভাসদগণ। স্বস্তি! স্বস্তি!

গান্ধারী। মহারাজ! শীঘ্র এ বিষয়ের প্রতিকার করুন। শীঘ্র পাণ্ডব-গণকে উদ্ধার করুন।

ভীষ্ম ও দ্রোণ। মহারাজ! শীঘ্র এ মহাভয় নিবারণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। (স্বগত) আর নীরবে থাকা চলেনা। (প্রকাশ্যে) তাইত এতদূর হ'য়েছে? ওরে কুলাঙ্গার, দুর্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একবারে উৎসন্ন গি'য়েছিস্। তোর কিছুমাত্র বিবেচনা নাই। যেহেতু তুই কুরুকুলকামিনী, বিশেষতঃ পাণ্ডবদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন ক'রে, সকলের সম্মুখে ইতর স্ত্রীর মত সম্ভাষণ ক'রছিস্। রে পাষণ্ড! তোকে ধিক্। কুরুবংশে জন্ম-

গ্রহণ ক'রে তোর এত নীচ স্বভাব। বৎসে দ্রৌপদি! তুমি আমার সমস্ত পুত্রবধূ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বী। অতএব তুমি আমার নিকট তোমার অভিলাষ অনুরূপ বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যদি অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, তা'হলে এই বর প্রদান করুন যে, ধর্ম্মাত্মা শ্রীসম্পন্ন যুধিষ্ঠির দাসত্ব হ'তে মুক্ত হন। আপনার পুত্রগণ ওই মহাত্মাকে যেন আর দাস না বলেন। আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যও যেন দাসপুত্র না হয়।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু। কল্যাণি! তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর কারণ তুমি এক মাত্র বরের উপযুক্তা নও।

দ্রৌপদী। হে ভারতকুলপ্রদীপ! সরথ ও সশরাসন ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবের দাসত্ব মোচন হ'ক।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু। শুভে! তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। দুইটী বর দ্বারা তোমার উপযুক্ত সৎকার করা হয় নাই।

দ্রৌপদী। ভগবন্! লোভে পাপ ও পাপে ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। শাস্ত্রানুসারে আমি দুইটির বেশী বর গ্রহণের উপযুক্তা নই। অতএব, দুইটী বরই আমার পক্ষে যথেষ্ঠ হ'য়েছে। আমি আর কোন বর নিতে ইচ্ছা করি না।

সভাসদ্‌গণ। সাধু! সাধু!

কর্ণ। (জনান্তিকে দুর্য্যোধনকে) পাণ্ডবদের পত্নী দ্রৌপদীই আজ পাণ্ডবদের উদ্ধার ক'রলেন। দ্রৌপদী যে অসামান্যা নারী, তা আজ বেশ বোঝা গেল।

ভীম। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) মহারাজ! নীচলোকের উপহাস সহ্য হয় না, আপনি অনুমতি করুন, আমি এই দণ্ডে আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ করি।

যুধিষ্ঠির। ভীম! স্থির হও। (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) মহারাজ! অনুমতি

করুন, এখন আমরা কি ক'রব? আমরা চিরকালই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী।

ধৃতরাষ্ট্র। হে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হ'ক। আমি অনুমতি ক'রলাম, তোমরা তোমাদের সমস্ত ধনসহ স্বরাজ্যে প্রতিগমন ক'র ও রাজ্য শাসন কর। হে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বিলক্ষণ অবগত আছ। তুমি বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। বৎস! তুমি দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহারের কথা মনে ক'রনা, নিজগুণে তোমার জননী গান্ধারী ও আমার প্রতি দৃষ্টি রেখ। এই দ্যূতক্রীড়ায় আমার তেমন মত ছিলনা। সে যা হ'ক, তুমি এখন খাণ্ডবপ্রস্থে গমন কর, বৎস, তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হ'ক।

যুধিষ্ঠির। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

হস্তিনা—রাজপথ।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। না এ পাপরাজ্যে আমি আর বাস ক'রবনা। যেখানে পাণ্ডবেরা যাবেন, সেইখানে যা'ব। যেমন দুর্য্যোধন, তেমনি ধৃতরাষ্ট্র।

২য় নাগরিক। এ ভাই তোমার অন্যায়। যুধিষ্ঠির একবার পাশা খেলায় হে'রে পুনরায় পণ রে'খে খেলতে গেলেন কেন? পণ রে'খে হে'রেছেন, এখন দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস ক'রতেই হবে। আজ যদি যুধিষ্ঠির না হে'রে দুর্য্যোধন হার'তেন, তা হ'লে তারও ত এই দশা ঘটত।

১ম নাগরিক। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি এ পাশা খেলা নিবারণ ক'রতে পা'রতেন না?

২য় নাগরিক। যাও, যাও, তোমার সঙ্গে আর বাজে বক্‌তে পারিনা।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বিরাটরাজের গো-গৃহ—যুদ্ধক্ষেত্র

বৃহন্নলাবেশী-অর্জ্জুন ও উত্তর।

হে বীর! ধন্য আপনি! ধন্য আপনার অস্ত্রশিক্ষা! আপনি না থা'কলে আমাদের গোধন উদ্ধারের কোন উপায়ই হ'ত না। আপনার শঙ্খ-ধ্বনিতে আমার কর্ণদ্বয় এখনও যেন বধির হ'য়ে আছে ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এখন কার্য্যোদ্ধার হ'য়েছে। চলুন, শমীবৃক্ষে আপনাদের অস্ত্রাদি রে'খে নগরে প্রবেশ করিগে।

লা। চল। হাঁ, হাঁ, একটা কথা মনে প'ড়ল। এখানে আসবার সময় কুমারী উত্তরা ও তার সখীরা যে তোমাকে ব'লেছিল, "যুদ্ধে জয় ক'রে কুরুবীরদের অঙ্গ হ'তে আমাদের পুতুল খেলার জন্য মনোহর সূক্ষ্ম বস্ত্রসকল আহরণ ক'রে নিয়ে এস।" এখন সেই কাজটী বাকী র'য়েছে।

উত্তর। কৌরবগণ ত এখন আপনার সম্মোহন অস্ত্র-প্রভাবে সংজ্ঞা-হীন হ'য়েছেন। অতএব আমি নির্ব্বিবাদে তাঁদের শরীর হ'তে সূক্ষ্ম বস্ত্র সকল মোচন ক'রে আন্‌তে পারি।

বৃহন্নলা। কুমার! তুমি অতি শীঘ্র দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শুভ্র বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীত-বস্ত্র এবং দুর্য্যোধন ও অশ্বথামার নীল-বস্ত্র আহরণ কর। পিতামহ ভীষ্ম এই সম্মোহন-অস্ত্রের সংহার-কৌশল অবগত

আছেন। বোধহয়, উনি অচেতন হন নাই। অতএব তুমি পিতামহের নিকট যেওনা।

উত্তর! যে আজ্ঞা! (উত্তরের প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে বস্ত্র-সহ পুনঃ প্রবেশ)।

উত্তর। বৃহন্নলা, না—অর্জ্জুন—

বৃহন্নলা। এখনও আমার প্রকৃত পরিচয় দেবার সময় হয় নাই। অতএব তুমি আমাকে পূর্ব্বের মত বৃহন্নলা ব'লেই সম্বোধন ক'র। এই দেখ এখানে একটী বাণ এ'সে প'ড়ল। নিশ্চয়ই এ বাণ পিতামহ ভীষ্মের। আর এস্থানে থাকার প্রয়োজন নাই। কার্য্যোদ্ধার হ'য়েছে। বৃথা প্রাণি-হত্যায় কাজ কি?

উত্তর। তবে রথে আরোহণ ক'রবেন আসুন।

বৃহন্নলা। চল, চল। (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হস্তিনা—রাজসভা।

ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি আসীন।

ভীষ্ম। বৎস দুর্য্যোধন! রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মতঃ পাণ্ডবদিগের প্রাপ্য, অতএব তাদের সহিত বিরোধ ক'রনা। অর্জ্জুন একাকী এ পৃথিবী জয় ক'রতে সমর্থ। তার উপর মহাদেবকে সন্তুষ্ট ক'রে পাশুপত-অস্ত্র লাভ ক'রে ও ইন্দ্রালয়ে গি'য়ে নূতন নূতন অস্ত্রশিক্ষা ক'রে অধিকতর প্রভাবশালী হ'য়েছে। ভীমসেন বাহুবলে অদ্বিতীয়; তুমি যদি মঙ্গল চাও, পাণ্ডবদের সহিত বিরোধ ক'রনা। ভ্রাতৃবিরোধ মহা অনিষ্টের মূল।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আপনি সর্ব্বদাই পাণ্ডবদের প্রশংসা ক'রে

থাকেন। আমরা কোন্ অংশে পাণ্ডবদের অপেক্ষা হীন? বলদেবের নিকট আমি ও ভীম উভয়েই গদা-যুদ্ধ শিক্ষা ক'রতাম। বলদেব সে সময় ব'লেছিলেন যে, গদা-যুদ্ধে আমি ভীম অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য লাভ ক'রেছি। ভীম গদা-যুদ্ধে আমার সমকক্ষ নয়। দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ও অশ্বত্থামার মত যোদ্ধা পাণ্ডবদের একটীও নাই। আমি কেন পাণ্ডবদিগকে ভয় ক'রব?

কর্ণ। সখা দুর্য্যোধন! আমি পূর্ব্বে মিথ্যা কথা ব'লে পরশুরামের নিকট ব্রহ্ম অস্ত্র লাভ করি। গুরুদেব আমার মিথ্যা কথার বিষয় পরে জান্‌তে পে'রে আমাকে অভিশাপ দেন, "এই সকল অস্ত্র অন্তকালে তোমার স্মৃতিগোচর হ'বে না।" পরে শুশ্রূষা ও পৌরুষ দ্বারা আমি গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করি। হে সখে! এখনও আমার অন্তকাল উপস্থিত হয় নাই। সেই সকল অস্ত্র এখনও আমার স্মৃতি-পথে আরূঢ় র'য়েছ। আমিই অর্জ্জুনকে পরাজয়ের ভার নিলাম। আমি মহর্ষি পরশুরামের প্রসাদে মৎস্য ও পাঞ্চাল-গণকে বিনাশ ক'রব।

ভীষ্ম। ওহে কর্ণ! প্রধান ব্যক্তিরা বিনষ্ট হ'লে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকেও যে বিনষ্ট হ'তে হ'বে, তা কি তুমি জান না? খাণ্ডবদাহের সময়ে বাসুদেব-কৃষ্ণের সাহায্যে অর্জ্জুন যে কার্য্য ক'রেছিলেন, তা স্মরণ ক'রে তুমি তোমার আত্মাভিমান সংযত কর। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে তুমি কখনই জয়লাভ ক'রতে পা'রবে না। কৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার ক'রেছেন, তখন ত্রিভুবনে কার সাধ্য অর্জ্জুনকে পরাজয় করে। তুমি নিশ্চয়ই জেনো, অর্জ্জুন তোমার ন্যায় প্রধান যোদ্ধাগণকে বিনাশ ক'রবে।

কর্ণ। পিতামহ! আপনি বাসুদেব-কৃষ্ণের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন ক'রলেন, তিনি সেইরূপ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি

যে সকল পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছি, তার ফল শুনুন। হে পিতামহ! আমি এই অস্ত্র ত্যাগ ক'রলাম, আপনি আর আমাকে যুদ্ধস্থলে দেখ্‌তে পাবেন না। আপনি অস্ত্র ত্যাগ ক'রলে পর বীরগণ আমার প্রভাব অবলোকন ক'রবেন। (কর্ণের প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আমি যে প্রধান সহায় হ'তে বঞ্চিত হ'লাম।

ভীষ্ম। কি! কর্ণের এতদূর স্পর্দ্ধা হ'য়েছে? অসহ্য! দুর্য্যোধন! সত্য-প্রতিজ্ঞ সূতপুত্র কর্ণ প্রতিজ্ঞা ক'রলে যে সে অস্ত্র ধারণ ক'রবে না। কর্ণ যুদ্ধ ক'রবেনা ব'লেই কি পাণ্ডবেরা তোমাদের সৈন্যক্ষয় ক'রবে? যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে আমি তোমাদের সমক্ষে প্রতিদিন সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সংহার ক'রবো। কর্ণ যখন পরশুরামের নিকট আপনাকে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দি'য়ে অস্ত্র শিক্ষা ক'রেছে, তখনই তার ধর্ম্ম ও তপস্যা নষ্ট হ'য়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! এখনও বলি, পাণ্ডবদের সহিত বিরোধ ক'র না। আমার কথা না শুন্‌লে পরিণামে তোমাকে অনুশোচনা ক'রতে হ'বে। তোমরা পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হ'য়ে রাজ্য শাসন ক'রলে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের করতলগত হবে।

দুর্য্যোধন। আমি কোন ক্রমেই পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের অংশ দিব না। আমি এ সভায় আর থাকৃতে ইচ্ছা করি না। (প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন কি সভা ত্যাগ ক'রে চলে গেল না কি?

শকুনি। আজ্ঞা হ্যাঁ।

ধৃতরাষ্ট্র। হা মন্দবুদ্ধি! তোমার দেখ্‌ছি আর নিস্তার নাই। তুমি এখন আর আমার শাসনে নাই। এ সমস্তই আমার দোষ ব'লতে হবে। কেন আমি পূর্ব্বে সাবধান হই নাই? আজ এ সভা ভঙ্গ হ'ক। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—কৌরব-শিবির।

দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি আসীন।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আমাদের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী ও পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সৈন্য যুদ্ধার্থ সমবেত হ'য়েছে। আমার এই বিপুল সেনা সেনাপতিবিহীন হওয়ায়, কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় বোধ হ'চ্ছে। অতএব আপনি আমার সেনাপতি হ'য়ে আমাকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি তোমার পক্ষ হ'য়েই যুদ্ধ ক'রব। কিন্তু তোমরা যেমন আমার প্রিয়পাত্র, পাণ্ডবেরাও তেমনি। সেইজন্য পাণ্ডবদিগকে সৎ পরামর্শ দেওয়াও আমার কর্ত্তব্য। আমি তোমার পক্ষ হ'য়ে যুদ্ধ ক'রব, কিন্তু পাণ্ডবগণকে সৎ পরামর্শ দিব। অর্জ্জুন ব্যতীত এ পৃথিবীতে আমার তুল্য যোদ্ধা আর কেহ নাই। কিন্তু আমি পাণ্ডবগণকে স্বহস্তে বধ ক'রতে পারব না। আমি যদি পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত না হই, তা হ'লে প্রতিদিন পাণ্ডবদের সহস্র সহস্র সৈন্য সংহার ক'রব। আমাকে সেনাপতি-পদ দিলে তোমাকে আরও কয়েকটী নিয়ম পালন ক'রতে হবে।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। সূত-পুত্র-কর্ণ সর্ব্বদা আমার সঙ্গে যুদ্ধের স্পর্দ্ধা ক'রে থাকে। অতএব আমাদের মধ্যে কে অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বে স্থির কর।

কর্ণ। সখা দুর্য্যোধন! আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ব না। পিতামহ যুদ্ধ ত্যাগ ক'রলে আমি গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ব।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আপনার সকল নিয়মেই আমি বাধ্য থাকলাম (দ্রোণের প্রতি) গুরুদেব! তা হ'লে চলুন, পিতামহকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিগে।

দ্রোণ। চল। (সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থল।

রথারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। এই তোমার কথামত উভয় সেনার মধ্যভাগে রথ স্থাপন ক'রলাম।

অর্জ্জুন। (উভয় সৈন্যের দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) সখে! ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়গণই যে এ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হ'য়েছেন দেখছি। আমাদের আত্মীয় স্বজনগণের প্রায় সকলেই এই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হ'য়েছেন। এ যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—এই সকল ক্ষত্রিয়গণের অধিকাংশের মৃত্যু। রাজ্য লাভের জন্য এই লোক ও জ্ঞাতিক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে হ'বে? যিনি আশৈশব পরম স্নেহে আমাদের পালন ক'রেছেন, সেই পিতামহ ভীষ্মকে তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ব্যথিত ক'রতে হ'বে? আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ এবং মাতুল শল্যের সহিত যুদ্ধ ক'রতে হ'বে? জ্যেষ্ঠতাতপুত্র দুর্য্যোধনাদি আমাদের শরাঘাতে প্রাণত্যাগ ক'রবে? যুদ্ধে যদি এই সকল আত্মীয় স্বজন প্রাণত্যাগ করেন, তাহ'লে কা'কে নিয়ে রাজ্যসুখ ভোগ হ'বে? এমন যুদ্ধে কাজ নাই। আমি কখনই এ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে পারব না। রাজ্যে কাজ নাই।

(গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া অধোমুখে উপবেশন।)

কৃষ্ণ। অৰ্জ্জুন! এই বিষম সময়ে তোমার এরূপ অনার্য্যজনোচিত স্বর্গপ্রতিরোধক, অকীৰ্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হ'ল কেন? এরূপ ক্লীবতা অবলম্বন করা তোমার মত লোকের উপযুক্ত হয় না। হে অরাতিনিপাতন! ক্ষুদ্রহৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর, উঠ, শত্রুগণকে জয় ক'রে যশ ও রাজ্য ভোগ কর। তুমি কি জাননা যে, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম?

অৰ্জ্জুন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কি এত নিষ্ঠুর?

কৃষ্ণ। নিষ্ঠুরই হ'ক আর যাই হ'ক, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। এ বিষয়ে তোমার মনে যে সন্দেহ হ'য়েছে, আমি তা এখনি দূর ক'রব, সম্প্রতি রণক্ষেত্রের অন্যত্র রথচালনা করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

দুর্য্যোধনের শিবির।

দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন।

দুর্য্যোধন। (কর্ণের প্রতি) সখে! এ আটদিনের যুদ্ধে আমাদের বহু সৈন্য ভীমার্জ্জুনহস্তে নিহত হ'য়েছে। এখন কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

দুঃশাসন। পিতামহ ভীষ্মের ত কোন ক্রটী দেখ'তে পাইনা।

কর্ণ। আমার বিশ্বাস, পিতামহ প্রাণপণে যুদ্ধ করেন না। তা হ'লে কি আর পাণ্ডবগণ এতদিন অপরাজিত থাকে?

দুর্য্যোধন। পিতামহের এরূপ কর'বার কারণ কি অনুমান কর?

কর্ণ। কারণ, পিতামহ অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, পাণ্ডবগণকে পরাজয় ক'রলেই যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যা'বে ভে'বে তিনি তাদের শীঘ্র পরাজয় ক'রতে ইচ্ছুক ন'ন।

দুঃশাসন। না, না, তাও কি হয় ?

কর্ণ। এতে সন্দেহমাত্র নাই। মহারাজ! তুমি যদি কোন প্রকারে পিতামহকে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে অপসৃত ক'রতে পার, তা হ'লে আমি একদিনেই সুহৃদ বান্ধবসমেত পাণ্ডবগণকে নিহত ক'রতে পারি।

দুর্য্যোধন। তা হ'লে আমি এখনই পিতামহের শিবিরে চ'ললাম।

(প্রথমে দুর্য্যোধন ও তৎপশ্চাৎ কর্ণ ও দুঃশাসনের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভীষ্মের শিবির।

দুর্য্যোধন। হে অরাতিনিপাতন! আমরা আপনাকে আশ্রয় ক'রে সবান্ধব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি দেব ও দানবগণকে পরাজয় ক'রতে সমর্থ। অতএব হে মহাবীর! মহেন্দ্র যেমন দানবগণকে পরাজয় ক'রেছিলেন, আপনিও তেমনি কৃপা ক'রে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করুন। আমি সমুদয় পাঞ্চাল, কেকয় ও করুষগণকে নিধন ক'রব। আপনি পাণ্ডব ও সোমকগণকে পরাজয় ক'রে প্রতিজ্ঞা পালন করুন। হে মহাত্মন্! আপনি যদি পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ অথবা আমার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ কিম্বা আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে পরাজয় ক'রতে পরাঙ্মুখ হ'ন, তা হ'লে সমরদুর্ম্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন; তিনি সমরে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে নিধন ক'রবেন।

ভীষ্ম। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) দুর্য্যোধন! আমি প্রাণরক্ষায় নিরপেক্ষ ও যথাশক্তি যত্নবান্ হ'য়ে তোমার প্রিয়-কার্য্য অনুষ্ঠান ক'রছি; তথাপি কি জন্য তুমি আমাকে দুর্ব্বাক্য-পীড়িত ক'রছ? পাণ্ডবগণ যে সমরে অজেয়, একথা আমি তোমাকে বরাবরই ব'লে আস্‌ছি। পাণ্ডবগণ খাণ্ডবদাহ ক'রেছে, গন্ধর্ব্বেরা তোমাদিগকে পরাজিত ক'রে যখন তোমাকে বন্ধন ক'রে নিয়ে যায়, তখন তোমার সখা কর্ণ তোমার কি ক'রেছিল? ভীমার্জ্জুনই তোমাকে সে বিপদ হ'তে উদ্ধার করে। বিরাট নগরে মহাবল অর্জ্জুন একাকীই আমাদের সকলকে পরাজিত ক'রেছে। এ সমস্তই পাণ্ডবদের বিক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। মহারাজ! তুমি মোহপ্রযুক্ত বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানশূন্য হ'য়ে প'ড়েছ। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি সকল বৃক্ষকে সুবর্ণবর্ণ নিরীক্ষণ করে, তুমিও তেমনি সমস্ত বিপরীত দেখ্‌ছ। আমি দেখ্‌ব, তুমি পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত বৈরানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে কিরূপ যুদ্ধ কর। আমি শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ ক'রে সমাগত পাঞ্চাল ও সোমকগণকে পরাজয় ক'রব। মহারাজ! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, আমি কাল মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ব। যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে, ততদিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীর্ত্তন ক'রবে সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আপনার কথায় আমার মনের ক্ষোভ দূর হ'ল। আমি মনের দুঃখে আপনাকে যে সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ক'রেছি, সে জন্য ক্ষমা করুন। কল্য যুদ্ধে মহাবীর দুঃশাসন আপনার পার্শ্ব-রক্ষক হ'বে। আমি এখন বিদায় হই। (ভীষ্মের চরণ বন্দন করিয়া প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৌরব-শিবির।

আহত সৈনিক-নিবাস।

কয়েক জন আহত সৈনিক স্ব স্ব শয্যায় আসীন।

১ম সৈনিক। যুদ্ধের প্রারম্ভে সেনাপতি কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সমবেত যোদ্ধাগণকে সম্বোধন ক'রে ব'লেছিলেন, "হে ক্ষত্রিয়গণ! সংগ্রামই ক্ষত্রিয়গণের স্বর্গ গমনের অনাবৃত দ্বার। তোমরা এই দ্বার আশ্রয় ক'রে ব্রহ্মলোকে ও ইন্দ্র লোকে গমন কর। ব্যাধিপীড়িত হ'য়ে গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম, শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম।

২য় সৈনিক। সে কথা ত জানাই আছে। এখন সে কথা তোমার মনে হ'ল কেন?

১ম সৈনিক। আরে ভাই, আমার মনের বাসনা ছিল যে যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে প্রাণত্যাগ ক'রব, কিন্তু এমনি বরাতের ফের যে তা' ঘ'টে উ'ঠল না। তৃতীয় দিনের যুদ্ধের সময় আমি ত খুব 'যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দি। অনেকগুলি পাণ্ডবসৈন্য আমার হাতে মারা যায়। একজনের সঙ্গে আমার ঘোরতর গদাযুদ্ধ বে'ধে যায়। আমরা দুজনেই পরস্পরের মাথায় গদাঘাত করি। তখন যে কি হ'ল, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নাই। বোধ হয় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে পর দেখি কি না, এই বিছানায় শু'য়ে র'য়েছি। কপালে সুখ নাই, তাই অমন গদাঘাতেও প্রাণ গেলনা। এখন এই কয় দিন ধ'রে কেবল ঔষধ আর পথ্য চ'লছে। এ রকম ক'রে ব'সে ব'সে কাল কাটান কি আমাদের পোষায়?

২য় সৈনিক। তা না হ'লে এখন আর উপায় কি ?

৩য় সৈনিক। আমি অনেকটা সুস্থ হয়েছি, আমি কালই যুদ্ধ ক'রতে যা'ব মনে ক'রেছি।

৪র্থ সৈনিক। ওহে ! কাল যে হঠাৎ একবার "ভীষ্ম নিহত হলেন," ভীষ্ম নিহত হলেন," ব'লে একটা কোলাহল উঠেছিল, তার কারণ কি তোমরা কেউ জান ?

৫ম সৈনিক। জান্‌ব না কেন ?

১ম সৈনিক। কি বল দেখি ?

৫ম সৈনিক। কাল ভাই ভীষ্মদেব অতি ভীষণ ভাবে যুদ্ধ ক'রছিলেন। তাঁর তখনকার মূর্ত্তি দেখে মনে হ'চ্ছিল বুঝি বা স্বয়ং দণ্ডপাণি কৃতান্ত রণভূমে বিচরণ ক'রছেন। ভীষ্মের তেজে পাণ্ডবসৈন্য অস্থির হ'য়ে প'ড়ল। কেন বলা যায়না, অর্জ্জুন যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে অন্যমনস্ক হ'চ্ছিলেন। তিনি ভীষ্মের বেগ রোধ ক'রতে পা'রছেন না দে'খে কৃষ্ণ হঠাৎ রথ হ'তে লম্ফ দি'য়ে ভূতলে অবতরণ ক'রে চক্রহস্তে সিংহনাদ ক'রতে ক'রতে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হ'লেন। অমনি কুরুসৈন্যের মধ্যে "ভীষ্ম নিহত হ'লেন, ভীষ্ম নিহত হ'লেন" এই চীৎকার উ'ঠল।

৪র্থ সৈনিক। তার পর ? তার পর ?

৫ম সৈনিক। ভীষ্ম কৃষ্ণকে অগ্রসর হ'তে দে'খে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রলেন। পরমুহূর্ত্তেই দেখি যে অর্জ্জুন রথ হ'তে অবতরণ ক'রে কৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণসহ নিজের রথে উ'ঠে ভীষ্মের উপর বাণ বর্ষণ ক'রছেন। ভীষ্ম তখন ধনুর্ব্বাণ নিয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে লাগলেন।

১ম সৈনিক। আহা হা ! কালকার অমন মহান্ দৃশ্যটা দে'খতে

পেলাম না। তোমার ভাই সার্থক জন্ম। তা, তুমি যে আজ আর যুদ্ধে যাও নাই? তোমার কি হ'য়েছে?

৫ম সৈনিক। এই দেখ কালকের যুদ্ধে আমার ডান হাতটী কাটা গিয়েছে। এখন আর বৃথা দেহ ধারণে ফল নাই। কেবল ব'সে আর কতদিন মহারাজ দুর্য্যোধনের অন্ন ধ্বংস করব?

২য় সৈনিক। আচ্ছা ভাই! কৃষ্ণ যে ভীষ্মকে মারবার জন্যে চক্রধারণ ক'রলেন, তাতে কি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল না? কৃষ্ণ ত প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবেন না।

৩য় সৈনিক। যদি ভীষ্মের উপর চক্র নিক্ষেপ ক'রতেন, তাহ'লে অবশ্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'ত।

২য় সৈনিক। আর যা ক'রেছেন, তা'তে বুঝি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই?

৩য় সৈনিক। তা হবে কেন? ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করা ত আর কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল না।

২য় সৈনিক। তবে কি ভীষ্মের সঙ্গে সদালাপ ক'রবার জন্যে তাঁর প্রতি চক্রহস্তে কৃষ্ণ ধাবিত হ'য়েছিলেন?

৩য় সৈনিক। তা কেন হ'বে! অর্জ্জুন অন্যমনস্ক ভাবে যুদ্ধ ক'রছিলেন। তাই তাঁকে যুদ্ধে উত্তেজিত ক'রবার জন্যে কৃষ্ণ ঐ উপায় অবলম্বন ক'রেছিলেন।

২য় সৈনিক। তা হ'বে বা, তুমি ভাই শাস্ত্র পড়েছ, ও সব কথা ভাল বোঝো। (নেপথ্যে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি)

৩য় সৈনিক। আজকের মত যুদ্ধ শেষ হ'ল। এদিকে রাত্রিও যে হ'য়ে এল।

১ম সৈনিক। আজকার যুদ্ধ-ফল শোনবার জন্য বড়ই উৎসুক হ'য়েছি।

৪র্থ সৈনিক। আরে অত ব্যস্ত হও কেন? আর একটু অপেক্ষা কর, আমাদের কত যুড়িদার এসে প'ড়বে এখন। তাদের মুখে সব

শুন্‌তে পাবে। এখন সকলে নিজের নিজের বিছানায় লম্বা হও দেখি। আজ কাল ত কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

(শয়ন)

তৃতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশ

শরশয্যায় শয়ান ভীষ্ম। তাঁহার একপার্শ্বে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ, ও অপর পার্শ্বে দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান।

ভীষ্ম। হে বীরগণ! হে মহারথগণ! হে মহাভাগগণ! তোমাদের স্বাগত। আমি তোমাদিগকে দর্শন ক'রে অতিশয় সন্তুষ্ট হ'লাম। বৎসগণ! এই দেখ, আমার মস্তক লম্বমান হ'চ্ছে, আমাকে উপাধান প্রদান কর।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! এই দেখুন, আপনার জন্য অতি সুকোমল ও উৎকৃষ্ট উপাধান আহরণ করা হ'য়েছে। (উপাধান প্রদর্শন)

ভীষ্ম। বৎস! এই সকল উপাধান ত এ বীরশয্যার উপযোগী নয়। কৈ সব্যসাচী কৈ?

অর্জ্জুন। পিতামহ! এই আমি আপনার বাম দিকে।

ভীষ্ম। বৎস! আমার মস্তক লম্বমান হ'চ্ছে।—উপযুক্ত উপাধান প্রদান কর।

অর্জ্জুন। (ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তিনটী বাণ দ্বারা তাঁহার মস্তক বিদ্ধ ক'রলেন, সেই বাণ তিনটী তাঁহার উপাধানস্বরূপ হ'ল)

ভীষ্ম। পার্থ! তুমি এই বীর-শয্যার উপযুক্ত উপাধান আমার জন্য আহরণ ক'রেছ। আমি তোমার উপর প্রীত হ'য়েছি। (অন্য

সকলের প্রতি) হে বীরগণ ! দেখ, অর্জ্জুন আমার উপাধান আহরণ ক'রেছে। রবির উত্তরায়ণে আবর্ত্তন পর্য্যন্ত আমি এই শরশয্যায় শয়ান থাক্‌ব, তার পর প্রাণত্যাগ ক'রব। এখন তোমরা আমার বাসস্থানে পরিখা খনন কর।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! এবিষয়ে আপনার আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হ'বে। এখন আমার আদেশমত শল্যোদ্ধারনিপুণ সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ তাঁদের উপকরণসহ এস্থানে উপস্থিত হ'য়েছেন। আপনি অনুমতি ক'রলে তাঁরা আপনার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হ'তে পারেন।

ভীষ্ম! বৎস দুর্য্যোধন! তুমি এই সকল চিকিৎসকগণকে সৎকার ক'রে ও প্রচুর ধন দি'য়ে বিদায় কর। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রশংসনীয় পরমাগতি লাভ ক'রেছি। এখন আর আমার চিকিৎসার প্রয়োজন কি? বৎস দুর্য্যোধন! তুমি আমার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা কর। পাণ্ডবগণকে তাদের পৈতৃক রাজ্য প্রত্যর্পণ কর। উভয় পক্ষে শান্তি সংস্থাপিত হ'ক! আমার মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হ'ক। এযুদ্ধের পরিণাম অতি ভীষণ। সন্ধি সংস্থাপিত না হ'লে তুমি পরিণামে পরিতাপিত হ'বে এবং প্রায় সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হ'বে। আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা কর।

দুর্য্যোধন। (নিরুত্তর)

ভীষ্ম। বু'ঝলাম, আমার কথা দুর্য্যোধনের মনঃপূত হ'লনা। হা হতভাগ্য কুরুবংশ। বৎসগণ! এখন তোমরা স্ব স্ব শিবিরে গমন কর।

(ভীষ্ম ব্যতীত অপর সকলের ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)।

কিয়ৎক্ষণের পর কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। (ভীষ্মের চরণ বন্দনা করিয়া) হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার অনুগত কর্ণ।

ভীষ্ম। (কর্ণকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া) কে কর্ণ? এস

বৎস! এস। বৎস! তুমি আমার প্রতিযোগী ও সর্ব্বদা আমার সঙ্গে স্পর্দ্ধা ক'রে থাক। তুমি যদি এখন আমার নিকট না আ'সতে, তা'হলে তোমার শ্রেয়োলাভ হ'ত না। হে বীর! আমি শু'নেছি, তুমি রাধার পুত্র নও, তুমি কুন্তীপুত্র। বৎস! তোমার প্রতি আমার দ্বেষ নাই। তুমি পাণ্ডবগণকে অশেষ দুঃখে নিপাতিত ক'রেছ এবং সর্ব্বদা নীচ লোকের আশ্রয়ে বাস করায় তোমার বুদ্ধিও কলুষিত হ'য়েছে। সেই জন্যই কুরুসভায় বারংবার আমি তোমাকে রুক্ষ বাক্য ব'লেছি। আমি তোমার দুর্ব্বিষহ বীর্য্য ও দানের বিষয় অবগত আছি। তুমি অস্ত্রের সন্ধান ও লাঘবে মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সদৃশ। হে কর্ণ! এখন যদি তুমি আমার প্রিয়াচরণ ক'রতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে দুর্য্যোধনকে এ যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত কর। তুমি তোমার সহোদরগণের সহিত মিলিত হও। আমার পতনেই যুদ্ধের অবসান হ'ক।

কর্ণ। পিতামহ! আমি যে কুন্তীপুত্র, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হ'য়েছি। কিন্তু সূত অতিরথ আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ক'রেছেন। তাঁকে আমি কোন ক্রমেই ত্যাগ ক'রতে পা'রবনা। আমি এতদিন দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রছি। দুর্য্যোধনও পাণ্ডবদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষভাবাপন্ন। পাণ্ডবগণও দুর্য্যোধনের প্রতি অতিশয় কুপিত হ'য়েছে। যুদ্ধ কিছুতেই নিবারিত হ'বেনা। আমিও প্রাণ থাকতে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ ক'রতে পা'রবনা। আপনি অনুমতি করুন, আমি স্বধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রব। আমি ইতিপূর্ব্বে চপলতা ও ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে আপনাকে যে সকল দুর্ব্বাক্য ব'লেছি, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম। হে বীর! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ ক'রতে না

পার, তাহ'লে স্বর্গাভিলাষী হ'য়ে ন্যায়-অনুসারে যুদ্ধ কর। কিন্তু সন্ধি সংস্থাপিত হ'লেই সকল বিষয়ে মঙ্গল হ'ত। এ জন্য আমি বহু চেষ্টা ক'রলাম, সকলই বিফল হ'ল। বৎস! এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ভাবীফল অতি ভীষণ। বৎস! আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় শক্তি একেবারে বিনষ্ট হ'য়ে যা'বে। ভ্রাতৃ-বিরোধে যে শক্তি ক্ষয় হ'বে, কতদিনে যে পুনরায় সে শক্তির সঞ্চয় হ'বে, তার স্থিরতা নাই। হায় কি কষ্ট! আমি এত যত্নে যে কুরুকুল রক্ষা ক'রলাম, সেই কুরুবংশীয়গণই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়শক্তিক্ষয়ের প্রধান কারণ হ'ল।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—ভীষ্মের শরশয্যার নিকটবর্ত্তী পথ।

দুইজন মুনি-শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শিষ্য। দেবব্রত ভীষ্ম ধন্য লোক যাহ'ক। ও বাবা! আমি মনে ক'রতাম যে, উনি বুঝি কেবল যুদ্ধ-বিদ্যাতেই পারদর্শী, তা নয়, সকল শাস্ত্রেই ওঁর সমান অধিকার।

২য় শিষ্য। সে কথা বুঝি তুমি আজ বুঝলে? আমি অনেক দিন হ'ল তা টের পে'য়েছি। সে দিন ভীষ্ম, মহর্ষি দেবলের কতকগুলি শিষ্যের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ ক'রছিলেন। কথায় কথায় বেদের অপৌরুষেয়তা সম্বন্ধে কথা উঠ'লো। শারদ্বত ভায়ার সঙ্গে ভীষ্মের মতভেদ ঘ'টল। ভায়া নিজমত স্থাপন করবার জন্যে কিছু ব্যপকতা প্রকাশ ক'রতে লা'গলেন। ভায়া বোধ হয় মনে ক'রেছিলেন যে, বুড়ো চিরকাল অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই কাল কাটি'য়েছে,

শাস্ত্রের কি জান্‌বে। শেষে কিন্তু তাঁর নাকালের এক শেষ। ভীষ্ম শারদ্বত ভায়ার ব্যপকতায় কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে নানা প্রমাণ প্রয়োগ দিয়ে শারদ্বতের মত খণ্ডন করে স্বীয় মত স্থাপন ক'রলেন। ভীষ্মের বিদ্যাবত্তা দেখে শিষ্যমণ্ডলী চমৎকৃত; শারদ্বত একবারে থ। আর তাঁর মুখ দিয়ে একটী কথাও ব'র হ'ল না। প্রধান পড়ুয়া শারদ্বত যখন চুপ ক'রলে, তখন আর সকলেই একে একে রণে ভঙ্গ দি'য়ে পলায়ন ক'রলেন।

১ম। রণ আবার কোথায়?

২য়। ওহে শাস্ত্রযুদ্ধ। অস্ত্র নিয়েও যুদ্ধ হয়, শাস্ত্র নিয়েও যুদ্ধ হয়।

১ম। তা'ত বটেই। আর দেখ ভাই, ব্যাস নারদাদি মহর্ষিগণের সদুপদেশে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বেদভাব দূর হ'ল না। কিন্তু ক'য় দিন ধ'রে ভীষ্মের নিকট—রাজধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ লাভ ক'রে মহারাজের মনের ভাব অনেকটা ভাল হ'য়েছে। আচ্ছা ভাই রবির উত্তরায়ণ হ'তে আর কয় দিন বাকি আছে?

২য়। দশ দিন মাত্র।

১ম। সে দিন কিন্তু ভীষ্মের শরশয্যার নিকট থাক্‌তে হ'বে, সে দিন তিনি প্রাণত্যাগ ক'রবেন।

২য়। তা ত নিশ্চয়ই। চল, এখন স্নানে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পট-পরিবর্ত্তন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র—শরশয্যায় শয়ান।

তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ, মুনিগণ ও তাঁহাদের শিষ্যগণ আসীন।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! আপনার শ্রবণ-শক্তির লোপ হয় নাই ত? আমি যুধিষ্ঠির, আপনাকে প্রণাম করি। এখন অনুমতি করুন, আপনার জন্য কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রব। আপনার মৃত্যুকাল নিকট বিবেচনা ক'রে আমি অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন ক'রেছি। আর আচার্য্য, ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ ও আমার ভ্রাতাগণ, কুরু-জাঙ্গাল-বাসী ইত্যাদি নৃপতিগণ, মহাত্মা বাসুদেব ও আপনার পুত্রতুল্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন। আপনি নয়ন উন্মীলন ক'রে আমাদের সকলকে অবলোকন করুন। আপনার মৃত্যুর পর যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, আমি সে সমস্তই সংগ্রহ ক'রেছি।

ভীষ্ম। (যুধিষ্ঠিরের হস্ত ধরিয়া।) বৎস! এখন উত্তরায়ণ সমুপস্থিত হ'য়েছে। আমি তোমাকে অমাত্যগণের সহিত আগমন ক'রতে দে'খে প্রীত হ'য়েছি। আজ আটান্ন দিন আমি শরশয্যায় শয়ান আছি। এ সময় আমার একশত বৎসরের মত বোধ হ'য়েছে। এখন সৌভাগ্যবশতঃ পবিত্র মাঘ মাস ও শুক্লপক্ষ সমাগত হ'য়েছে। (ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি) বৎস ধৃতরাষ্ট্র! তোমার সমুদয় ধর্ম্মতত্ব ও অর্থতত্ব সুনির্ণীত হ'য়েছে। সূক্ষ্ম বেদশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তোমার অবিদিত নাই। অতএব তোমার শোক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণ তোমার পুত্রস্বরূপ; অতএব তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে গুরু-শুশ্রূষা-নিরত পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন কর। গুরুবৎসল, সরলস্বভাব, বিশুদ্ধচিত্ত যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞা-

নুবর্ত্তী থা'কবেন, তোমার পুত্রেরা লোভপরায়ণ, ঈর্ষাভিভূত ও দুরাত্মা ছিল। তুমি তাদের জন্য শোক ক'রনা। (কৃষ্ণের প্রতি) বাসুদেব! আমি যে আমার অন্তিমকালে তোমাকে দেখ্‌লাম, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

কৃষ্ণ। হে মহাত্মন্! আপনার ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও তেজস্বী ক্ষত্রিয় আমরা কখন দেখি নাই। আপনি শাশ্বতী উত্তমা গতি লাভ ক'রবেন।

ভীষ্ম। (সকলের প্রতি) বৎসগণ! আমি এখন প্রাণত্যাগ ক'রতে বাসনা ক'রেছি। অতএব তোমরা আমাকে অনুজ্ঞা কর। সত্য হ'তে তোমাদের বুদ্ধি যেন কখন বিচলিত না হয়। সত্যের তুল্য পরম বল আর নাই। সংযতাত্মা, তপোনুষ্ঠাননিরত, ও ভগবৎ-ভক্তি-পরায়ণ হওয়া তোমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অন্তিম সময়ে আমাকে একবার হরিনাম গান শুনাও।

গায়কগণ। গান করিলেন।

হরি বল বল রে হরি, হরি হরি বল।
ঐ হরিনাম কণ্ঠহার কর রে সম্বল।
মধুর হরিনাম, অনন্ত সুখধাম,
জীবন্মুক্ত ভক্তজনে গায় অবিরাম।
হরিনাম বিনা আর এ সংসারে, কিবা আছে বল?
ভক্তি-ভাবে যেই জন করে হরিনাম-কীর্ত্তন;
অতুল আনন্দ পায়, দেব দুর্লভধন;
হয় প্রেমানন্দে বিকশিত, তার হৃদয়-কমল॥

এই গানটী—"ব্রহ্ম সঙ্গীত" হইতে গৃহীত হইয়াছে॥

ভীষ্ম। (গান শ্রবণ করিতে করিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগ অবলম্বন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্মের সমস্ত শরীর ক্রমে

ক্রমে শরশূন্য ও ব্রণরহিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে স্থানে সমবেত অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লা'গলেন।)

ঋষিগণ। দেবব্রত সাধু! ভীষ্ম সাধু! ধন্য তুমি! ধন্য তুমি,!

সহদেব। (কৃষ্ণের প্রতি) কি আশ্চর্য্য! পিতামহের সমস্ত শরীর যে ক্রমে শরশূন্য ও ব্রণরহিত হ'য়ে যা'চ্ছে, এর কারণ কি?

কৃষ্ণ। মহাত্মা ভীষ্ম এখন যোগ অবলম্বন ক'রেছেন। তাঁর প্রাণে বায়ু নিরুদ্ধ হ'য়ে শরীরের যে যে অংশ ত্যাগ ক'রে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হ'চ্ছে, সেই সেই অংশই শরশূন্য ও ব্রণর, হিত হ'য়ে যাচ্ছে। ক্রমে তাঁর সমস্ত গাত্র হ'তেই শরব্রণ অপনীত হবে।

সহদেব। পিতামহের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে উল্কার ন্যায় ও কি গগন-মার্গে উত্থিত হ'ল?

কৃষ্ণ। ও প্রাণ-বায়ু। এই উনি প্রাণত্যাগ ক'রলেন। সকলে হরিধ্বনি করুন। হরি! হরি! হরি!

সকলে। হরি! হরি! হরি!

যবনিকা পতন।
